



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এ রিপোর্ট

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এবং রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর
সিসি (প্লেজ) ঋণ প্রদান ও প্লেজ গুদামের পাট মজুদ
সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ০৩/২০২২



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এ রিপোর্ট

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এবং রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর
সিসি (প্লেজ) ঋণ প্রদান ও প্লেজ গুদামের পাট মজুদ
সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ০৩/২০২২

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অংশ		
০১	মুখবন্ধ	vi i
অধ্যায়- ০১		
০২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি	০৩-০৫
০৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	০৭
০৪	শব্দ সংক্ষেপ	০৯
অধ্যায়-০২		
০৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৩
০৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৯-৫৬
দ্বিতীয় অংশ		
০৭	পরিশিষ্টসমূহ	৬১-৮৩

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল সকল স্ট্যাটিউটরি পাবলিক অথরিটি, লোকাল অথরিটি ও পাবলিক এন্টারপ্রাইজ এবং কর্পোরেশন এর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এবং রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরের সিসি (প্লেজ) ঋণ প্রদান ও প্লেজ গুদামে পাট মজুদ সংক্রান্ত অবস্থার ওপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১৮টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ: ১৫/১০/২০২২ বঙ্গাব্দ


(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

ଅଧ୍ୟାୟ-୦୧

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য :

এই রিপোর্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এবং রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরে সিসি (প্লেজ) ঋণ প্রদান ও প্লেজ গুদামের পাট মজুদ সংক্রান্ত অবস্থার ওপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক। দি বাংলাদেশ ব্যাংকস (ন্যাশনালাইজেশন) অর্ডার-১৯৭২, রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং-২৬ মোতাবেক ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, ব্যাংক অব বাহওয়ালপুর এবং প্রিমিয়ার ব্যাংক অঙ্গীভূতকরণ এবং জাতীয়করণের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের জন্ম হয়। কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুসারে যৌথ মূলধনী কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের পরিদপ্তরে ৩ জুন, ২০০৭ খ্রি. তারিখে “সোনালী ব্যাংক লিমিটেড” পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ মোতাবেক ৫ জুন, ২০০৭ খ্রি. তারিখ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর অনুকূলে ব্যাংকিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর মধ্যে “Vendor Agreement” সম্পাদনপূর্বক ১৫ নভেম্বর, ২০০৭ তারিখ হতে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। বিক্রয় চুক্তি (Vendor Agreement) স্বাক্ষরের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড পূর্বতন সোনালী ব্যাংকের ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় সম্পদ, দায়, সুযোগ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা, দেনা, কর্ত্ত এবং দায়দায়িত্ব অধিগ্রহণ করে। ৪৬টি প্রিন্সিপাল অফিস, ১৬টি রিজিওনাল অফিস, ১১টি জিএম অফিস, ৩২টি কর্পোরেট শাখা ও ৪৫টি এডি শাখাসহ দেশের অভ্যন্তরে ১২০৯টি এবং দেশের বাইরে ০২টি শাখাসহ মোট ১২১১টি শাখা নিয়ে বর্তমানে এটি দেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করে এবং ঋণ ও অগ্রিম প্রদান ছাড়াও সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম করে থাকে।

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড :

দি বাংলাদেশ ব্যাংকস (ন্যাশনালাইজেশন) অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২৬)-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত রূপালী ব্যাংক একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক। ৫০০ মিলিয়ন টাকা অনুমোদিত এবং ১০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে রূপালী ব্যাংক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৬ সালে ব্যাংকটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ৭০০০ মিলিয়ন টাকা অনুমোদিত এবং ২৭৬০.৩৯ মিলিয়ন পরিশোধিত মূলধন রয়েছে যার মধ্যে ৯০.১৯% শেয়ার সরকারি মালিকানাধীন এবং ০৯.৮১% শেয়ার ব্যক্তি মালিকানাধীন। সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিবেদিত থাকার অঙ্গীকার নিয়ে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত এবং গ্রাহকদের উত্তম ব্যাংকিং সেবা ও শিল্প ঋণসহ বিভিন্ন ধরনের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে আধুনিক ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকটি ০১টি লোকাল অফিস, ১০টি ডিভিশনাল অফিস, ২৫টি জোনাল অফিস, ৩০টি এডি শাখা, ৫৪টি কর্পোরেট শাখাসহ সর্বমোট ৫৮৩টি শাখার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা ও সেবা প্রদানের জন্য সর্বদা নিয়োজিত। এছাড়াও এর দুটি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর জনবলের সংক্ষিপ্তসার :

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত স্থায়ী পদসংখ্যা
০১	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১
০২	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০৫
০৩	মহাব্যবস্থাপক	৩০
০৪	উপ-মহাব্যবস্থাপক	১৪৬
০৫	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	৩৭২
০৬	সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার	১,২৭৪
০৭	প্রিন্সিপাল অফিসার	২,৭৯৩
০৮	সিনিয়র অফিসার ও সমমান	৫,৩৪৬
০৯	অফিসার ও সমমান	১২,৯৩৭
মোট		২২,৯০৪

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর জনবলের সংক্ষিপ্তসার :

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত স্থায়ী পদ সংখ্যা
০১	চেয়ারম্যান	০১
০২	পরিচালক	০৯
০৩	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১
০৪	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০৩
০৫	মহাব্যবস্থাপক	১৭
০৬	উপ-মহাব্যবস্থাপক	১০৬
০৭	চীফ সিকিউরিটি অফিসার ও অন্যান্য চুক্তিভিত্তিক	১১
০৮	সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও সমমান	১৯৬
০৯	সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার ও সমমান	৮০৭
১০	প্রিন্সিপাল অফিসার ও সমমান	১,২৩০
১১	সিনিয়র অফিসার ও সমমান	৩,২৮৪
১২	অফিসার ও সমমান	৪,২০৫
১৩	কর্মচারী- তৃতীয় শ্রেণি	৭৪০
১৪	কর্মচারী- চতুর্থ শ্রেণি	১,৬৭৮
মোট		১২,২৮৮

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড :

- আমানত ব্যবস্থাপনার সুসমন্বয়করণ;
- অধিক পরিমাণে গুণগত ঋণ ও অগ্রিম বিতরণ এবং আদায়;
- শ্রেণিকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ হতে আদায়;
- স্বল্পতম সময়ে মামলা নিষ্পত্তির মাধ্যমে ব্যাংকের আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা সুসংহতকরণ;

- প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক মানসম্পন্ন গ্রাহক সেবা প্রদান;
- মুনাফা বৃদ্ধির দ্বারা শক্তিশালী মূলধন ভিত্তি গঠন;
- প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি লেনদেন সহজীকরণ।

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড :

- জনগণকে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবাসুত্রের আওতায় আনয়ন করে জনগণের আর্থিক অবস্থা সচল রাখতে ভূমিকা পালন করা;
- পরিকল্পিত ও গুণগত মানসম্পন্ন ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা;
- জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক বুনয়াদ সুদৃঢ় করতে ভূমিকা রাখা;
- ডিজিটালাইজড ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে জনগণকে দ্রুত ও সহজে ব্যাংকিং সেবা প্রদান;
- আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা বৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্স সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া।

অডিটের আইনগত ভিত্তি :

দি কম্পাউন্ডার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি :

তথ্য সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণের পর সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জিএম অফিস খুলনা এর নিয়ন্ত্রণাধীন খুলনা কর্পোরেট শাখা, দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, দৌলতপুর কলেজ রোড শাখা, খালিশপুর শাখা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর এবং রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, জিএম অফিস খুলনা এর নিয়ন্ত্রণাধীন দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত সময়কালের নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে নিরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে:

- সিসি (প্লেজ) ঋণ;
- ঋণ পুনঃতফসিলকরণ;
- ঋণ নবায়ন;
- প্লেজ গুদামে পাট মজুদের বর্তমান অবস্থা।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

অডিটের বিষয়বস্তু :

“সিসি (প্লেজ) ঋণ প্রদান ও প্লেজ গুদামের পাট মজুদ” সংক্রান্ত বিষয়ে কমপ্লায়েন্স অডিট।

অডিট কৌশল :

উপর্যুক্ত বিষয়ে নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি আইন-কানুন ও নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কিনা এবং প্রয়োজ্য বিধি-বিধান পরিপালন করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই এর জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে:

- নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ;
- কেন্দ্রীয়ভাবে নিরীক্ষার কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি ও পর্যবেক্ষণ।

অডিট সময়কাল :

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড- ১০/০১/২০২১ খ্রি. হতে ০১/০২/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত।
- রূপালী ব্যাংক লিমিটেড- ০২/০২/২০২১ খ্রি. হতে ০৯/০২/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এবং রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরে সিসি (প্লেজ) ঋণ প্রদান ও প্লেজ গুদামের পাট মজুদ সংক্রান্ত অবস্থার ওপর সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক এই অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

অডিটকালীন বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে।

এই রিপোর্টে ১৮টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ১৫৯৯,৩৮,০৫,৪৭৮ (এক হাজার পাঁচশত নিরানব্বই কোটি আটত্রিশ লক্ষ পাঁচ হাজার চারশত আটাত্তর) টাকা। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ মঞ্জুরির শর্ত পরিপালন না করা;
- ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঋণ পুনঃতফসিল করা;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা ও সার্কুলার অনুসরণ না করা;
- ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালন না করা;
- ঋণ আদায়ে যথাযথ তদারকি না করা;
- গ্রাহকের ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য আছে কিনা তা ঋণ মঞ্জুরির পূর্বে যথাযথভাবে যাচাই না করা;
- সহজামানত ঘাটতি রেখে ঋণ মঞ্জুরি ও নবায়ন করা;
- প্লেজকৃত মালামালের ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও ব্যাংক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা;
- ব্লক ঋণ নীতিমালা, পাট ঋণ নীতিমালা ও মঞ্জুরিপত্র এর শর্তাবলির লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

১	BRPD	Banking Regulation and Policy Department	বিআরপিডি বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি বিভাগ। উক্ত বিভাগ হতে ব্যাংকসমূহের নিয়ন্ত্রণ এবং ঋণ শ্রেণিবিন্যাসের লক্ষ্যে বিভিন্ন সার্কুলার জারি করা হয়।
২	CC (HYPO)	Cash Credit Hypothecation	জমি বন্ধকীর বিপরীতে ঋণ সুবিধা ঋণাক্ষের কমপক্ষে ১.৫ গুণ সম্পত্তি বন্ধক নিতে হবে।
৩	CC (Pledge)	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে ঋণ সুবিধা (গুদামে রক্ষিত মালামালের সর্বোচ্চ ৮০% ঋণ সুবিধা)।
৪	ডিপি (ঘাটতি)	ড্রইং পাওয়ার (ঘাটতি)	সিসি (প্লেজ) ঋণের বিপরীতে প্লেজকৃত পণ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ (সাধারণত ২০%) মার্জিন হিসাবে সংরক্ষিত রাখতে হয়। অবশিষ্ট ৮০% পণ্য ঋণ গ্রহীতা নিজের ব্যবসার সুবিধার্থে (ব্যাংকের সাথে সমন্বয় করে) বিক্রয় করতে পারে। প্লেজমেন্ট এর বিপরীতে বিক্রয়যোগ্য (৮০%) পণ্য গুদামে না থাকলে সেটি ডিপি ঘাটতি হিসাবে বিবেচিত হবে।
৫	CoF	Cost of Fund	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় কভার করার নাম Cost of Fund. Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
৬	CIB	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৭	DP	Down Payment	পুনঃতফসিলকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাক্ষের সপক্ষে ডাউনপেমেন্ট নেয়া হয়।
৮	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
৯	পুনঃতফসিল	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণিকৃত হলে গ্রাহকের অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
১০	আরোপিত সুদ	-	ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
১১	অনারোপিত সুদ	-	ঋণ হিসাব মন্দ ঋণে শ্রেণিকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
১২	ব্লক ঋণ সুবিধা	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ করে/ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারণত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
১৩	মরাটরিয়াম (পিরিয়ড) সুবিধা	-	ঋণ গ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ না করতে সুবিধা প্রদান। মরাটরিয়াম (পিরিয়ড) এ ঋণ হিসাবটিতে সুদ চার্জ হয়।

ଅଧ୍ୟାୟ-୦୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড		
০১	মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন ও গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৩১,১০,০৫,৫৪২
০২	মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন ও গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	২৮,৪১,৯২,০৪৭
০৩	সিসি (প্লেজ) ঋণের মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ব্লক সুবিধা প্রদান এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৩৬,০২,০০,৮৩৩
০৪	মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	১৭,৯২,৩৪,১৫৯
০৫	মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক সিসি (প্লেজ) ঋণ নবায়ন এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৯,১৯,৭১,১১১
০৬	মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ প্রদান করায় এবং শর্তানুযায়ী যথাসময়ে ঋণ আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি	১২৭,৬৬,৩৬,৯৭৪
০৭	মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং গুদামে পাটের ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৯৪,১৭,৪৫,৭৭১
০৮	ব্লক ঋণের নীতিমালা লঙ্ঘনপূর্বক ব্লক সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	১১৬,৫৭,৭৫,৭৬৭
০৯	মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং সিসি (প্লেজ) গুদামের মজুদকৃত পাটের ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৭১,১৩,০৭,০৯৫
১০	মূল দলিলপত্র ব্যতিরেকে সিসি (প্লেজ) ও ব্লক ঋণ মঞ্জুরি এবং সিসি (প্লেজ) ঋণের বিপরীতে গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	১০০,৫৩,২২,৯৫২
১১	সিসি (প্লেজ) ও ব্লক ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং গুদামে মজুদকৃত পাটের ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	১৮,৮৯,৫৯,০৮২
১২	সিসি (প্লেজ) ঋণ নবায়ন মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলি লঙ্ঘন এবং গুদামে পাট ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৪৭,৮৭,৪১,২৫৪
১৩	ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	১৭,৭৪,৬২,১১৪
মোট		৭১৭,২৫,৫৪,৭০১
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড		
১৪	মঞ্জুরির শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ বিতরণ এবং প্লেজকৃত গুদামে পাটের ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	২৭,৮৬,৪৫,৭৭৩
১৫	নীতিমালা লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ ব্লক সহায়ক ও সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুরি এবং প্লেজকৃত গুদামে পাট ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	২১৩,৫২,৬৭,৭৫৭
১৬	মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ মঞ্জুরি, ব্লক ঋণের অর্থ নগদ উত্তোলন এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	২৬৭,০০,৬৮,৯৮৮
১৭	মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ ব্লক সহায়ক ও সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুরি এবং সিসি (প্লেজ) গুদামে পাটের ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি	৩২০,১১,৩০,৩৬৭
১৮	সিসি (প্লেজ) ঋণ নবায়নের শর্ত লঙ্ঘন এবং গুদামে পাটের ঘাটতি থাকায় আর্থিক ক্ষতি	৫৩,৬১,৩৭,৮৯২
মোট		৮৮২,১২,৫০,৭৭৭
সর্বমোট (৭১৭,২৫,৫৪,৭০১+ ৮৮২,১২,৫০,৭৭৭)		১৫৯৯,৩৮,০৫,৪৭৮
কথায়: (এক হাজার পাঁচশত নিরানব্বই কোটি আটত্রিশ লক্ষ পাঁচ হাজার চারশত আটাত্তর) টাকা মাত্র।		

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

অনুচ্ছেদ : ০১

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন ও গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ৩১,১০,০৫,৫৪২ (একত্রিশ কোটি দশ লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশত বিয়াল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, দৌলতপুর কলেজ রোড শাখা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন ও গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ৩১,১০,০৫,৫৪২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

দৌলতপুর কলেজ রোড শাখার ঋণ গ্রহীতা মেসার্স অনিক জুট ইন্টারন্যাশনাল এর সিসি (প্লেজ) ও ব্লক ঋণ মঞ্জুরি সংক্রান্ত যোগাযোগ নথি, গুদাম পরিদর্শন প্রতিবেদন, ডকুমেন্টস ফাইল ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং-প্রকা/সাখবি/পাট/৬০২, তারিখ: ০২/০৩/২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে সিসি (প্লেজ) ঋণ ১২,০০,০০,০০০ টাকা নবায়ন মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলি ১.০০ এর ক্রমিক নং ১৩ অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা ৩১ জুলাই, ২০১৬। ক্রমিক নং ২(ক) অনুযায়ী প্লেজকৃত গুদামজাত পাট ব্যাংকের সার্বক্ষণিক কর্তৃত্বাধীনে/তালাবদ্ধ থাকবে। বিশেষ শর্ত ৩.০০ এর ক্রমিক নং ০৭ অনুযায়ী জিএম অফিস, খুলনা হতে প্রতি ০৩(তিন) মাস অন্তর প্লেজ গুদামে মজুদ মালামাল নিরীক্ষা দল কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করে মজুদ মালামালের পরিমাণ, গুণগতমান ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চিত হবেন। গুদামে মালামালের কোনো ঘাটতি সংঘটিত হলে তাৎক্ষণিক শাখা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শাখার ১৭/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখের গোডাউন ইন্সপেকশন রিপোর্ট এর তথ্য মতে স্টক রেজিস্টার অনুযায়ী প্লেজকৃত গুদামে রক্ষিত পাটের পরিমাণ ৬৩৪৯০ মণ, মূল্য ১৩,৩৩,২৯,০০০ টাকা (প্রতি মণের মূল্য ২১০০ টাকা)। কিন্তু বাস্তবে আনুমানিক মজুদ পাটের পরিমাণ ১০০ মণ আছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, যার মূল্য ২,১০,০০০ টাকা। অর্থাৎ ঘাটতি পাটের পরিমাণ (৬৩৪৯০-১০০) বা ৬৩৩৯০ মণ, যার মূল্য (৬৩,৩৯০×২১০০) বা ১৩,৩১,১৯,০০০ টাকা যা ডিপি ঘাটতি হিসাবে বিবেচিত।

শাখার ১৭/০৯/২০২০ খ্রি. এর বন্ধকীকৃত সম্পত্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় ঋণ বিতরণকালীন ২০০ শতক জমির তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করা হয়েছে ৩,৫৩,২০,০০০ টাকা। উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বন্ধকীকৃত জমির বর্তমান মূল্য ৯৫,৩০,০০০ টাকা মাত্র। অর্থাৎ (৩,৫৩,২০,০০০ - ৯৫,৩০,০০০) বা ২,৫৭,৯০,০০০ টাকা অতি মূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রায় ৪ গুণ বেশি হিসাবে জমির মূল্যায়ন করা হয়েছে।

আলোচ্য ঋণের ক্ষেত্রে ক্রমিক নং ১৩ এর শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঋণ পরিশোধ করা হয়নি এবং ব্যাংকের ইন্সপেকশন রিপোর্ট অনুযায়ী পাট ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও শর্ত ৭ এর নির্দেশনা মোতাবেক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ০৭/০১/২০২১ খ্রি. তারিখে সিসি (প্লেজ) ঋণ হিসাবে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১৭,৬৬,৭১,৬৭২ টাকা।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং-প্রকা/সাখবি/পাট/১৬২০৩; তারিখ: ২৭/১০/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে প্লেজ ও হাইপোঃ হিসাবে ০১/০৭/২০০৯ খ্রি. তারিখ হতে ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৫(পাঁচ) বছরের আরোপিত সুদ ৯,২৮,২২,০০০ টাকার ২% ডাউন পেমেন্ট বাবদ ১৮,৫৬,০০০ টাকা বাদে অবশিষ্ট ৯,০৯,৬৬,০০০ টাকা ব্লক ঋণ মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তের ক্রমিক নং ১(চ) অনুযায়ী ১(এক) বছর ৬(ছয়) মাস মরাটরিয়াম সুবিধাসহ ব্লক ঋণের মেয়াদ ০৫(পাঁচ) বছর অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা আগস্ট, ২০১৯ খ্রি.। এক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেও ঋণের অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। ০৭/০১/২০২১ খ্রি. তারিখে ব্লক ঋণ হিসাবে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১১,১৮,৪১,৩১২ টাকা।

মঞ্জুরিপত্র ব্যতীত ৩১/০৫/২০১৬ খ্রি. তারিখে ২,০৯,৮৬,০০০ টাকার সুদ ব্লক সুবিধা প্রদান করা হয়। উক্ত হিসাবটিতে ০৭/০১/২০২১ খ্রি. তারিখে সুদসহ আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ২,২৪,৯২,৫৫৮ টাকা।

০৭/০১/২০২১ খ্রি. তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার নিকট সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ (১৭,৬৬,৭১,৬৭২+ ১১,১৮,৪১,৩১২ + ২,২৪,৯২,৫৫৮) বা ৩১,১০,০৫,৫৪২ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ০১)।

অনিয়মের কারণ :

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং-প্রকা/সাঋবি/পাট/৬০২, তারিখ: ০২/০৩/২০১৬ খ্রি. এর শর্তাবলি ১.০০ এর ক্রমিক ২ক, ১৩ ও বিশেষ শর্তাবলির ৩.০০ এর ক্রমিক ৭ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং-প্রকা/সাঋবি/পাট/১৬২০৩; তারিখ: ২৭/১০/২০১৪ খ্রি. এর শর্ত ক্রমিক নং-১(চ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঋণ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০০৯-১০ পাট মৌসুমের প্লেজ ঋণ সীমা ২ কোটি হতে বৃদ্ধি করতে করতে ২০১৫-১৬ পাট মৌসুমে ০৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ঋণ সীমা ১২ কোটিতে উন্নীত হয়েছে যা প্রধান কার্যালয়ের এখতিয়ারাধীন। পাট নীতিমালা ও মঞ্জুরিপত্র মোতাবেক বোঝা/আঁটির বিপরীতে প্লেজ প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষ ১৭/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে গুদাম পরিদর্শন করে গুদামের অবস্থা সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়কে অবহিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে ঋণ গ্রহীতা সহযোগিতা না করার কারণে আর গুদাম পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ২৩/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে পত্র জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের ২৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ গুদামে পাট ঘাটতি রোধে ব্যাংক কর্তৃক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে জবাবে উল্লেখ নেই। ব্লক ঋণ সুবিধা প্রদান ও নবায়নের অনিয়মের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট জবাব প্রদান করা হয়নি। অনাদায়ি ঋণ আদায়ের বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে জবাবে উল্লেখ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতিকৃত অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০২

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন ও গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ২৮,৪১,৯২,০৪৭ (আটাশ কোটি একচল্লিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার সাতচল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, দৌলতপুর কলেজ রোড শাখা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন ও গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ২৮,৪১,৯২,০৪৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

দৌলতপুর কলেজ রোড শাখার ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স সানরাইজ ইন্টারন্যাশনাল এর সিসি (প্লেজ) ও ব্লক ঋণ মঞ্জুরি সংক্রান্ত যোগাযোগ নথি, গুদাম পরিদর্শন প্রতিবেদন, ডকুমেন্টস ফাইল ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং-প্রকা/সাঋবি/পাট/সানরাইজ/১০০৩; তারিখ: ১৩/০৪/২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে সিসি (প্লেজ) ঋণ ১২,০০,০০,০০০ টাকা নবায়ন মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলি ১.০০ এর ক্রমিক নং ২(ক) অনুযায়ী প্লেজকৃত গুদামজাত পাট ব্যাংকের সার্বক্ষণিক কর্তৃত্বাধীনে/তালাবদ্ধ থাকবে। ক্রমিক নং ১৩ অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমা ৩১ জুলাই, ২০১৬। বিশেষ শর্ত ৩.০০ এর ক্রমিক নং ০৭ অনুযায়ী জিএম অফিস, খুলনা হতে প্রতি তিন মাস অন্তর প্লেজ গুদামে মজুদ মালামাল সরেজমিন পরিদর্শন করে মজুদ মালামালের পরিমাণ, গুণগতমান ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চিত হবেন। গুদামে মালামালের কোনো ঘাটতি সংঘটিত হলে তাৎক্ষণিক শাখা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শাখার ১৭/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখের গোডাউন ইন্সপেকশন রিপোর্ট এর তথ্য মতে স্টক রেজিস্টার অনুযায়ী প্লেজকৃত গুদামে রক্ষিত পাটের পরিমাণ ৭৬১৯০ মণ। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, দৌলতপুর কলেজ রোড শাখার মঞ্জুরিপত্র নং-এসবিএল/ডিসিরোড/ঋণ ও অগ্রীম/৭১; তারিখ: ০৯/০২/২০২০ খ্রি. হতে দেখা যায় ঋণ গ্রহীতা জনাব যোগেশ চন্দ্র দাশ ৭৬,১৯০ মণ পাটের মধ্যে তাঁর গুদামে ৮০০-১০০০ মণ পাট আছে মর্মে ঘোষণা দেন। শাখার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পাট গণনা শুরু হলে বিক্রয়যোগ্য ৬১১ মণ পাট পাওয়া যায়। অতএব ঘাটতিকৃত পাটের পরিমাণ (৭৬১৯০ - ৬১১) বা ৭৫,৫৭৯ মণ, যা ডিপি ঘাটতি হিসাবে বিবেচিত। ক্রমিক ১৩ এর শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঋণ পরিশোধ করা হয়নি। ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা অবস্থায় সিসি (প্লেজ) গুদামে ৭৫,৫৭৯ মণ পাট ঘাটতি হওয়া সত্ত্বেও ক্রমিক নং- ৭ এর নির্দেশনা মোতাবেক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে সিসি (প্লেজ) ঋণ হিসাবে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১৫,৯৮,৯৩,৩৮৪ টাকা।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং-প্রকা/সাঋবি/পাট/বিএম/১৭৯৩৩; তারিখ: ২৬/১১/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে প্লেজ ও হাইপোঃ হিসাবে ০১/০৭/২০০৯ খ্রি. তারিখ হতে ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৫(পাঁচ) বছরের আরোপিত সুদ ৮,৩৪,১৫,০০০ টাকার ২% ডাউন পেমেন্ট বাবদ ১৬,৬৮,০০০ টাকা বাদে অবশিষ্ট ৮,১৭,৪৭,০০০ টাকা ব্লক ঋণ মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত ১(চ) অনুযায়ী ১(এক)বছর ৬(ছয়) মাস মরাটরিয়াম সুবিধাসহ ব্লক ঋণের মেয়াদ ০৫(পাঁচ) বছর অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময় সীমা আগস্ট, ২০১৯ খ্রি.। এক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের সময় সীমা অতিক্রান্ত হলেও ঋণের অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে ব্লক ঋণ হিসাবে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১০,০৩,৪৩,১১৪ টাকা।

মঞ্জুরিপত্র ব্যতীত ৩১/০৫/২০১৬ খ্রি. তারিখে ২,২৩,৫১,০০০ টাকা সুদ ব্লক সুবিধা প্রদান করা হয়। উক্ত হিসাবটিতে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে সুদসহ আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ২,৩৯,৫৫,৫৪৯ টাকা।

অর্থাৎ ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার নিকট সর্বমোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ (১৫,৯৮,৯৩,৩৮৪ + ১০,০৩,৪৩,১১৪ + ২,৩৯,৫৫,৫৪৯) বা ২৮,৪১,৯২,০৪৭ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০২)।

অনিয়মের কারণ :

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং-প্রকা/সাঋবি/পাট/সানরাইজ/১০০৩ তারিখ: ১৩/০৪/২০১৬ খ্রি. এর শর্তাবলি ১.০০ এর ক্রমিক ২(ক), ৩.০০ এর ক্রমিক ১৩, বিশেষ শর্তাবলির ক্রমিক নং- ৭ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং-প্রকা/সাঋবি/পাট/বিএম/১৭৯৩৩; তারিখ: ২৬/১১/২০১৪ খ্রি. এর শর্তাবলির ক্রমিক - ১(চ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- লেজার বকেয়া ব্লক সুবিধা প্রদান, ২% ডাউন পেমেন্ট সাপেক্ষে পুনঃতফশীল সুবিধা প্রদান, উল্লিখিত সুবিধার কোনটাই যখন গ্রহণ করতে ঋণ গ্রহীতা আগ্রহ প্রকাশ করেনি তখন ব্যাংকের সমুদয় বকেয়া পরিশোধ করার জন্য একাধিকবার নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থার প্রস্তুতি গ্রহণের প্রাক্কালে মহামারি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে আদালত বন্ধ থাকায় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়নি। তবে সম্প্রতি উক্ত ঋণ গ্রহীতাসহ সকল খেলাপি ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়ের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ২৩/০৬/২০২১ খ্রি.তারিখে পত্র জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের ২৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। ব্লক ঋণ সুবিধা প্রদান ও নবায়নের অনিয়মের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতিকৃত অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ৩৩

শিরোনাম : সিসি (প্লেজ) ঋণের মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ব্লক সুবিধা প্রদান এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ৩৬,০২,০০,৮৩৩ (ছত্রিশ কোটি দুই লক্ষ আটশত তেত্রিশ টাকা মাত্র) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, দৌলতপুর কলেজ রোড শাখা, খুলনা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরে সিসি (প্লেজ) ঋণের মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ব্লক সুবিধা প্রদান এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ৩৬,০২,০০,৮৩৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

দৌলতপুর কলেজ রোড শাখার ঋণ গ্রহীতা মেসার্স আলিফ জুট ট্রেডিং এর সিসি (প্লেজ) ও ব্লক ঋণ সংক্রান্ত নথি, হিসাব বিবরণী, স্টক রেজিস্টার, যোগাযোগ নথি নিরীক্ষায় দেখা যায়, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/সাঋবি/৬২৫; তারিখ: ০২/০৩/২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে ১৫,০০,০০,০০০ টাকার সিসি (প্লেজ) ঋণ নবায়ন করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের বিশেষ শর্তাবলির ক্রমিক নং- ১ মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহীতার হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে সিসি (প্লেজ) ঋণের নবায়ন সুবিধা কার্যকর হবে। ক্রমিক নং- ১২ মোতাবেক প্লেজ হিসাবে অন্যান্য খরচ বাবদ বকেয়া ৩৫,১৫,০০০ টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে ঋণ নবায়ন সুবিধা কার্যকর হবে। ক্রমিক নং- ১৩ মোতাবেক ঋণ হিসাবে কোন ওভার ড্রয়িং দেয়া যাবে না। ক্রমিক নং- ১৬ অনুযায়ী জিএম অফিস, খুলনা হতে প্রতি ০৩(তিন) মাস অন্তর প্লেজ গুদামে মজুদ মালামাল সরেজমিন পরিদর্শন করে মজুদ মালামালের পরিমাণ, গুণগতমান ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চিত হবেন। গুদামে মালামালের কোনো ঘাটতি সংঘটিত হলে তাৎক্ষণিক শাখা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আলোচ্যক্ষেত্রে ক্রমিক নং- ০১ এর নির্দেশনা লঙ্ঘনপূর্বক ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট ব্যতীত সিসি (প্লেজ) ঋণ নবায়ন প্রদান করা হয়েছে। ক্রমিক নং- ১২ মোতাবেক ৩৫,১৫,০০০ টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে ঋণ নবায়ন সুবিধা কার্যকর কথা থাকলেও তা গ্রহণ করা হয়নি। ক্রমিক নং-১৩ মোতাবেক ঋণ হিসাবে ওভার ড্রয়িং না দেওয়ার নির্দেশনা থাকলেও ঋণ নবায়নের পর হতে নিয়মিতভাবে ওভার ড্রয়িং সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। শাখা কর্তৃক ২১/০৭/২০২০ খ্রি. তারিখের গুদাম পরিদর্শন রিপোর্ট অনুযায়ী শাখার স্টক রেজিস্টারে ৯৫২৩৬ মণ পাট মজুদ আছে, যার মূল্য ১৯,৯৯,৯৫,৬০০ টাকা (প্রতি মণ ২১০০ টাকা হিসাবে)। উক্ত রিপোর্টের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী গুদামে পাট মজুদের পরিমাণ স্টক রেজিস্টারে উল্লিখিত পরিমাণের আনুমানিক ৩-৪% (হাবি জাবি সহ) অর্থাৎ ৯৬-৯৭% কম। আলোচ্যক্ষেত্রে প্লেজ গুদামে পাট ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও ক্রমিক নং- ১৬ এর নির্দেশনা মোতাবেক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ঋণ হিসাবটিতে ০৭/০১/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ২২,০১,৪০,৯৯ টাকা।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/সাঋবি/পাট/বিএম/১৮৪২৪; তারিখ ০৪/১২/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে সুদ ব্লক হিসেবে ৯,৩৭,০০,০০০ টাকার ঋণ মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং- ১ অনুযায়ী ২% ডাউন পেমেন্ট বাবদ ১৯,১৫,০০০ টাকা জমা প্রদান করা সাপেক্ষে ৯,৩৭,৯০,০০০ টাকা ব্লক সুবিধা প্রদান করার নির্দেশনা রয়েছে। ব্লক ঋণের বিপরীতে সহায়ক জামানত হিসেবে মহেশ্বরপাশা মৌজার ৭৫.০০ শতক বিলান জমি মটগেজ করা হয়েছে। যার মূল্য ৩০/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে ব্যাংক কর্তৃক প্রতি শতক ৫,০৪,০০০ টাকা হিসাবে তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য মোট ৩,৭৮,০০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩১/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখের মৌজা রেট মোতাবেক প্রতি শতক ৬০,৯১৭ টাকা হিসেবে উল্লিখিত জমির মূল্য হয় (৭৫×৬০,৯১৭) বা ৪৫,৬৮,৭৭৫ টাকা। অর্থাৎ শাখা কর্তৃক (৩,৭৮,০০,০০০ - ৪৫,৬৮,৭৭৫) বা ৩,৩২,৩১,২২৫ টাকা (প্রায় ৯ গুণ) অতিরিক্ত মূল্যায়ন দেখানো হয়েছে। আলোচ্যক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ ব্যতীত এবং জমির অতিরিক্ত মূল্যায়ন দেখিয়ে ব্লক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ০৭/০১/২০২১ খ্রি. তারিখে ব্লক ঋণ হিসাবে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১১,৪৭,০৭,৫৭৩ টাকা।

মঞ্জুরিপত্র ব্যতীত ৩১/০৫/২০১৬ খ্রি. তারিখে ঋণ গ্রহীতাকে হিসাব নং- ২৭০৯৪৪১০০০০৫১ এর মাধ্যমে ২,৩৬,৫৫,০০০ টাকার ব্লক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। হিসাবটিতে ০৭/০১/২০২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ২,৫৩,৫৩,১৬১ টাকা।

৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার নিকট সর্বমোট অনাদায়ির পরিমাণ (২২,০১,৪০,০৯৯ + ১১,৪৭,০৭,৫৭৩ + ২,৫৩,৫৩,১৬১) বা ৩৬,০২,০০,৮৩৩ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৩)।

অনিয়মের কারণ :

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/সাক্ষবি/৬২৫; তারিখ ০২/০৩/২০১৬ খ্রি. এর বিশেষ শর্তাবলির ক্রমিক নং- ১, ১২, ১৩ ও ১৬ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/সাক্ষবি/পাট/বিএম/১৮৪২৪; তারিখ ০৪/১২/২০১৪ খ্রি. এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- ১ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঋণ সীমার অতিরিক্ত উত্তোলনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তপূর্বক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী ডিপি ঘাটতি ৯৬%- ৯৭%। সহায়ক জামানত হিসেবে জমির মূল্য অতিরিক্ত হারে দেখানো হয়েছে মর্মে শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে সহমত পোষণ করছি। ব্লক সুবিধার জন্য ২% ডাউন পেমেন্ট বাদে অবশিষ্ট টাকার ব্লক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ২৩/০৬/২০২১ খ্রি.তারিখে পত্র জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের ২৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৫; তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর ক্রমিক ৪(এ) অনুযায়ী ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ সাপেক্ষে ব্লক সুবিধা প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতিকৃত অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৪

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ১৭,৯২,৩৪,১৫৯ (সতেরো কোটি বিরানব্বই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একশত ঊনষাট) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, খালিশপুর শাখা, খুলনা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ১৭,৯২,৩৪,১৫৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

খালিশপুর শাখার ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স বাবুল জুট ট্রেডিং এর সজ্জাধিকারী জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম বাবুল এর সিসি (প্লেজ) ও ব্লক ঋণ মঞ্জুরি সংক্রান্ত যোগাযোগ নথি, গুদাম পরিদর্শন প্রতিবেদন, ডকুমেন্টস ফাইল ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে সর্বপ্রথম ২০১০-২০১১ পঞ্জিকা বছরে ১,৫০,০০,০০০ টাকা সিসি (প্লেজ) ঋণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে প্রতি বছর নবায়ন ও ২০১৩-২০১৪ মৌসুমে ঋণ সীমা বৃদ্ধি করে ৪,০০,০০,০০০ টাকা, ২০১৪-২০১৫ পঞ্জিকা বছরে ৬,৫০,০০,০০০ টাকা এবং সর্বশেষ ঋণ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয় এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/সাঋবি/পাট/আবি/১১৪২৯, তারিখ: ১৬/০৯/২০১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে ২০১৫-১৬ পঞ্জিকা বছরে ঋণ সীমা (প্লেজ) ১৫,০০,০০,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়, যার মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ৩১/০৭/২০১৬ খ্রি.। এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতাকে ৬(ছয়) বছরের মধ্যে ঋণ সীমা ১০ গুণ বৃদ্ধি করে ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং-২(ক) অনুযায়ী প্লেজকৃত গুদামজাত পাট ব্যাংকের সার্বক্ষণিক কর্তৃত্বাধীনে/তালাবদ্ধ থাকবে। শাখায় রক্ষিত মজুদ রেজিস্টার অনুযায়ী প্লেজকৃত গুদামে ১৬/১১/২০১৫ খ্রি. তারিখে ১২৫৯২৯ মণ পাট মজুদ দেখানো হয়েছে যার মূল্য ১৯,৮২,৬৭,৬৪০ টাকা (প্রতি মণ পাটের মূল্য ১৫৭৪.৪৩ টাকা হিসাবে)। শাখা কর্তৃক তৈরিকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্লেজকৃত গুদাম হতে মাত্র ৬৮৯২ মণ পাট, ৫৯,০০,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়। অর্থাৎ পাট ঘাটতির পরিমাণ (১২৫৯২৯-৬৮৯২) বা ১১৯০৩৭ মণ, যা ডিপি ঘাটতি হিসাবে বিবেচিত। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং- ২(ক) অনুযায়ী প্লেজকৃত গুদামজাত পাট ব্যাংকের সার্বক্ষণিক কর্তৃত্বাধীনে থাকা সত্ত্বেও পাট ঘাটতি সংঘটিত হওয়ায় উপরোক্ত শর্ত প্রতিপালন করা হয়নি।

পাট নীতিমালা ২০১৫-১৬ এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- ২৫ অনুযায়ী ঋণের বিপরীতে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি অতি সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন এবং ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে সম্পত্তির তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য বিবেচনা করতে হবে। কোনো কারণে গৃহীত জামানতের মূল্য হ্রাস পেয়ে থাকলে হ্রাসকৃত মূল্যের সমপরিমাণ সহায়ক জামানত পুনরায় নিতে হবে। ব্যাংকের বিদ্যমান ঋণ ও জামানত সংক্রান্ত তথ্যাদি (ঋণ বিতরণকালীন সময়ে) হতে দেখা যায় বিদ্যমান ৩০৮.২০ শতাংশ জমির তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করা হয়েছে ৪,১৮,৩১,০০০ টাকা। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, খালিশপুর শাখার মঞ্জুরিপত্র নং- সোনালী/খালিশ/বাবুল জুট ব্লক/কয়ারী/৩৮০(১), তারিখ: ২৯/১০/২০১৮ খ্রি. এর ক্রমিক নং ৬.০১ অনুযায়ী ৩০০.৫ শতাংশ জমির মূল্যায়ন করা হয়েছে ৪৩,২৭,০০০ টাকা মাত্র (ঋণ গ্রহীতার নিজ নামে ০.৯৯২৫ একর জমির নামপত্তন না থাকায় মালিকানা সত্ত্ব সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হলো না মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে)। অর্থাৎ অতি মূল্যায়ন করা হয়েছে ৩,৭৫,০৪,০০০ টাকা (প্রায় ১০ গুণ বেশি)। আলোচ্যক্ষেত্রে পাট নীতিমালা ক্রমিক নং-২৫ লঙ্ঘন করে সহায়ক জামানতের অতিরিক্ত মূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সিসি (প্লেজ) ঋণ হিসাবে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. এ তারিখে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১৭,৯২,৩৪,১৫৯ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৪)।

অনিয়মের কারণ :

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয় এর মঞ্জুরিপত্র নং- ১১৪২৯, তারিখ: ১৬/০৯/২০১৫ খ্রি. এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- ২(ক) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- পাট নীতিমালা ২০১৫-১৬ এর শর্তাবলির ক্রমিক নং ২৫ এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- উল্লিখিত অনিয়মসমূহ সংঘটিত হওয়ায় তৎকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যাংক বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক শাস্তি দেয়া হয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ২৩/০৬/২০২১ খ্রি.তারিখে পত্র জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের ২৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায়ের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জবাবে উল্লেখ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতিকৃত অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৫

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক সিসি (প্লেজ) ঋণ নবায়ন এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ৯,১৯,৮৬,১১২ (নয় কোটি উনিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশত এগারো) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, খালিশপুর শাখা, খুলনা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক সিসি (প্লেজ) ঋণ নবায়ন এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ৯,১৯,৮৬,১১২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

খালিশপুর শাখার ঋণ গ্রহীতা মেসার্স পাপেন জুট ড্রেডিং এর সিসি (প্লেজ) ও সুদ ব্লক সংক্রান্ত নথি, হিসাব বিবরণী, স্টক রেজিস্টার, যোগাযোগ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/সাঋবি/পাট/৬০১; তারিখ:০২/০৩/২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে সিসি (প্লেজ) ঋণ ৫,০০,০০,০০০ টাকা নবায়ন মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং-২ মোতাবেক সিসি প্লেজ ও হাইপোঃ হিসাবের অন্যান্য খরচের বকেয়া ৩,৬১,০০০ টাকা পরিশোধের পর ঋণ নবায়ন সুবিধা কার্যকর হবে। বিশেষ শর্তাবলি ৩.০০ এর ক্রমিক নং-০৪ মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহীতার ব্যক্তিগত ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে নবায়িত ঋণ সুবিধাদি কার্যকর হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে ক্রমিক নং-০২ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন করে বকেয়া খরচের ৩,৬১,০০০ টাকা গ্রহণ না করে ঋণ নবায়ন সুবিধা কার্যকর করা হয়েছে। বিশেষ শর্তাবলি ৩.০০ এর ক্রমিক নং- ০৪ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন করে ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণ ব্যতীত ঋণ সুবিধা নবায়ন করা হয়েছে। ১৮/০৪/২০১৯ খ্রি. তারিখের শাখার পরিদর্শন রিপোর্ট মোতাবেক ব্যাংকের স্টক রেজিস্টারে সিসি (প্লেজ) গুদামে ৩৭০৪৩ মণ পাট থাকার কথা থাকলেও উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী গুদামে কোনো পাট মজুদ নেই। ঋণ হিসাবটিতে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৬,০০,৭৬,৪৭৯ টাকা।

মঞ্জুরিপত্র ব্যতীত ০২/১১/২০১৪ খ্রি. তারিখে হিসাব নং-২৭১৪২০১০০০৩৩৬ এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাকে ১,৮৮,৬১,০০০ টাকার ব্লক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে ঋণ হিসাবটিতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ২,৫৮,৩৯,১১৯ টাকা।

মঞ্জুরিপত্র ব্যতীত ১৮/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে হিসাব নং-২৭১৪২০১০০০০০১ এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাকে ৯২,২৪,০০০ টাকার ব্লক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে ঋণ হিসাবটিতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৬০,৭০,৫১৩ টাকা।

৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ (৬,০০,৭৬,৪৭৯ + ২,৫৮,৩৯,১১৯ + ৬০,৭০,৫১৩) বা ৯,১৯,৮৬,১১১ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৫)।

অনিয়মের কারণ :

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয় এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/সাঋবি/পাট/৬০১; তারিখ:০২/০৩/২০১৬ খ্রি. প্রধান শর্তাবলির ক্রমিক নং- ২ এবং বিশেষ শর্তাবলি ৩.০০ এর ক্রমিক নং- ৪ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- উল্লিখিত অনিয়মসমূহ সংঘটিত হওয়ায় কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যাংক বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক শাস্তি প্রদান করা হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে ব্যাংক বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ২৩/০৬/২০২১ খ্রি.তারিখে পত্র জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের ২৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জবাবে উল্লেখ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতিকৃত অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৬

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ প্রদান করায় এবং শর্তানুযায়ী যথাসময়ে ঋণ আদায় না করায় ১২৭,৬৬,৩৬,৯৭৪ (একশত সাতাশ কোটি ছেষাট্রি লক্ষ ছত্রিশ হাজার নয়শত চুয়াত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ প্রদান করায় এবং শর্তানুযায়ী যথাসময়ে ঋণ আদায় না করায় ১২৭,৬৬,৩৬,৯৭৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

দৌলতপুর কর্পোরেট শাখার ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স এফ আর জুট ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড এর সিসি (প্লেজ) ও ব্লক ঋণ মঞ্জুরির প্রস্তাব সংক্রান্ত যোগাযোগ নথি, ডকুমেন্টস ফাইল, বীমা সংক্রান্ত নথি, গুদাম পরিদর্শন প্রতিবেদন, গুদামের মজুদ রেজিস্টার, হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং-সাক্ষবি/পাট/১৬১০০; তারিখ: ২৬/১০/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে ০১/০৯/২০০৯ খ্রি. তারিখ হতে ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত আরোপিত সুদ ৪১,৫৭,৬২,০০০ টাকার ২% ডাউন পেমেন্ট বাবদ ৮৩,১৬,০০০ টাকা বাদে অবশিষ্ট ৪০,৭৪,৪৬,০০০ টাকা ব্লক ঋণ মঞ্জুর করা হয়। বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৫; তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর ক্রমিক ৪(এ) অনুযায়ী ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ সাপেক্ষে ব্লক সুবিধা প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। আলোচ্যক্ষেত্রে ২% ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ ব্যতীত ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং- ১(গ) অনুযায়ী ব্লক ঋণ হিসাবটি মাচ/২০১৬ হতে ত্রৈমাসিক কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। প্রতি রপ্তানি বিল/স্থানীয় বিল হতে বিল মূল্যের ১০%কর্তন করে ব্লক হিসাবে জমা করতে হবে। কর্তনকৃত অর্থ দ্বারা যদি ব্লক হিসাবের ত্রৈমাসিক কিস্তি সমন্বিত না হয় তাহলে ঘটটি অর্থ ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ করতে হবে। পর পর ০২ (দুই)টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্লক সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সকল ঋণের বকেয়া আদায়ের জন্য ঋণ গ্রহীতা ও জামিনদাতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ০৭/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখের পর ব্লক ঋণ হিসাবে কোনো টাকা জমা না করলেও মঞ্জুরিপত্রের শর্ত ১(গ) অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ব্লক ঋণ হিসাবে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে অনাদায়ের পরিমাণ ৫০,২১,১১,২৫৫ টাকা। ত্রৈমাসিক কিস্তির টাকা অনাদায়ি থাকার কারণে ব্লক হিসাবটি বিএল (Bad/Loss) হিসাবে পরিণত হয়েছে।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং-প্রকা/সাক্ষবি/পাট/১৩৭; তারিখ: ১৬/০১/২০১৭ খ্রি. এর মাধ্যমে সিসি (প্লেজ) ঋণ ৭০,০০,০০,০০০ টাকা নবায়ন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং-১৪ অনুযায়ী বকেয়াসহ সমুদয় ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ৩১/০৭/২০১৭ খ্রি.। সিসি (প্লেজ) হিসাবে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে অনাদায়ের পরিমাণ ৭৭,৪৫,২৫,৭১৯ টাকা।

৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে ঋণ গ্রহীতার নিকট সর্বমোট অনাদায়ের পরিমাণ (৭৭,৪৫,২৫,৭১৯ + ৫০,২১,১১,২৫৫) বা ১২৭,৬৬,৩৬,৯৭৪ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৬)।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্র নং-সাক্ষবি/পাট/১৬১০০; তারিখ:২৬/১০/২০১৪ খ্রি. এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- ১(গ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৫; তারিখ: ২৩/০৯/২০১২খ্রি. এর ক্রমিক নং- ৪(এ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্র নং-প্রকা/সাক্ষবি/পাট/১৩৭; তারিখ: ১৬/০১/২০১৭ খ্রি. এর শর্তাবলির ক্রমিক নং-১৪ এবং বিশেষ শর্ত ৫.০০ এর ক্রমিক নং- ৬ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ব্লক ঋণের কিস্তি আদায়যোগ্য হওয়ার পর থেকে রপ্তানি থেকে ১০% কর্তন করে ঋণ হিসাবে জমা করে আদায় করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতার রপ্তানি কার্যক্রম চালু রাখার জন্য প্রধান কার্যালয় কর্তৃক মেয়াদোত্তীর্ণের পরও পরবর্তী নবায়ন না হওয়া পর্যন্ত ঋণ হিসাবে লেনদেন রাখার অনুমতি প্রদান করে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ২৩/০৬/২০২১ খ্রি.তারিখে পত্র জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের ২৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ ব্লক ঋণ হিসাবে রপ্তানি বিল হতে ১০% কর্তন করে ঋণ হিসাবে জমা করার কথা বলা হলেও ০১/০১/২০১৫ খ্রি. হতে ১৮/০১/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ২৩০,২১,২৭,৫৯৭ টাকা রপ্তানি বিলের বিপরীতে ১০% হিসাবে ২৩,০২,১২,৭৫৯ টাকা জমা করা হয়নি। ত্রৈমাসিক কিস্তির টাকা অনাদায়ি থাকার কারণে ব্লক হিসাবটি বিএল (Bad/Loss) হিসাবে পরিণত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতিকৃত অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৭

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং গুদামে পাটের ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের ৯৪,১৭,৪৫,৭৭১ (চুরানব্বই কোটি সতেরো লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশত একাত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং গুদামে পাটের ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের ৯৪,১৭,৪৫,৭৭১ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

দৌলতপুর কর্পোরেট শাখার ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স আব্দুর রাজ্জাক লিমিটেড এর সিসি (প্লেজ) ঋণ নবায়ন মঞ্জুরির প্রস্তাব সংক্রান্ত যোগাযোগ নথি, ডকুমেন্টস ফাইল, গোডাউন মজুদ রেজিস্টার নথি, হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর মঞ্জুরিপত্র নং- দৌকশা/সাঋবি/আব্দুর রাজ্জাক/১৬১; তারিখ: ১২/০১/২০১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে আসল ব্লক ২৪,০৭,০০,০০০ টাকা ও সুদ ব্লক ৩০,৩৭,০০,০০০ টাকা পরিশোধের মেয়াদ ০৫(পাঁচ) বছর অপরিবর্তিত রেখে ১ম কিস্তি জুন-২০১৪ এর পরিবর্তে ডিসেম্বর ২০১৫ হতে আদায়যোগ্য করার শর্তে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং- ৩(খ) অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ৩১/০৫/২০১৯ খ্রি. অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ঋণের টাকা আদায়ের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। উক্ত ব্লক ঋণ হিসাব দুটিতে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. মেয়াদে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে ৩১,৭১,২০,৭৬৭ টাকা ও ৩৭,১৮,৮০,৭১৯ টাকা।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- সাঋবি/পাট/৮৪৪; তারিখ: ২৮/০৩/২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে সিসি (প্লেজ) ঋণ ২০,০০,০০,০০০ টাকা ৩১/০৭/২০১৬ খ্রি. মেয়াদে নবায়ন মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের বিশেষ শর্ত ৩.০০ এর ক্রমিক নং- ১২ অনুযায়ী জিএম অফিস, খুলনা হতে প্রতি তিন মাস অন্তর প্লেজ গুদামের মজুদ মালামাল সরেজমিন পরিদর্শন করে মজুদ মালামালের পরিমাণ, গুণগতমান ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চিত হবেন। গুদামে মালামালের কোনো ঘাটতি সংঘটিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে শাখা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কিন্তু শাখা কর্তৃক উক্ত শর্ত প্রতিপালন না করে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

ব্যাংকে রক্ষিত স্টক রেজিস্টার অনুযায়ী প্লেজকৃত গুদামে ২১/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখে ১০৯৬৭৩ মণ পাট মজুদ দেখানো হয়েছে যার মূল্য ১৭,৪৪,৯১,০০০ টাকা (প্রতি মণের মূল্য ১৫৯১ টাকা হিসেবে)। ০৭/০৮/২০১৯ খ্রি. তারিখে শাখার পরিদর্শন রিপোর্ট মোতাবেক প্লেজের স্টক রেজিস্টার অনুযায়ী ৩ - ৪% পাট মজুদ আছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। গুদামে পাট ঘাটতি থাকায় ঋণ হিসাবটিতে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে ২৫,২৭,৪৪,২৮৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ (৩১,৭১,২০,৭৬৭+৩৭,১৮,৮০,৭১৯+ ২৫,২৭,৪৪,২৮৫) বা ৯৪,১৭,৪৫,৭৭১ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৭)।

অনিয়মের কারণ :

- ব্লক ঋণ মঞ্জুরিপত্র নং-দৌকশা/সাঋবি/আব্দুর রাজ্জাক/১৬১ ; তারিখ: ১২/০১/২০১৫ খ্রি. এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- ৩(খ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্র নং-সাঋবি/পাট/৮৪৪; তারিখ: ২৮/০৩/২০১৬ খ্রি. বিশেষ শর্ত ৩.০০ এর ক্রমিক নং-১২ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সরকারি সিদ্ধান্তে বার বার পাট রপ্তানি বন্ধ হওয়ার পর পাট ঋণ গ্রহীতাদের পাট ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঋণ গ্রহীতা ঋণ খেলাপি হয়ে যায়। এরপর সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে পুনরায় ব্যবসাতে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্লক ঋণের মাধ্যমে সুযোগ দেয়া হয়। সে সকল সুযোগ অনুমোদন হতে সময়ক্ষেপন হয়েছে যে কারণে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ বিলম্বিত হচ্ছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ২৩/০৬/২০২১ খ্রি.তারিখে পত্র জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের ২৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জবাবে উল্লেখ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতিকৃত অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৮

শিরোনাম : ব্লক ঋণের নীতিমালা লঙ্ঘনপূর্বক ব্লক সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ১১৬,৫৭,৭৫,৭৬৭ (একশত ষোলো কোটি সাতান্ন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাতশত সাতষট্টি) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরের ব্লক ঋণের নীতিমালা লঙ্ঘনপূর্বক ব্লক সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ১১৬,৫৭,৭৫,৭৬৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ।

দৌলতপুর কর্পোরেট শাখার ঋণ গ্রহীতা মেসার্স এ, কে, জুট ট্রেডিং কোং এর সিসি প্লেজ, ব্লক ও পিসিসি (প্যাকিং ক্যাশ ক্রেডিট) (প্যাকিং ক্যাশ ক্রেডিট) ডকুমেন্ট নথি, হিসাব বিবরণী, স্টক রেজিস্টার, যোগাযোগ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- সাঋবি/পাট/৮৯৭৮; তারিখ: ১০/০৬/২০১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে প্লেজ হিসাবে মজুদ মালের অগ্রিম মূল্যের ঘাটতি ৩১,৯৬,৯০,০০০ টাকা প্রচলিত সুদহারে ব্লক হিসাবে স্থানান্তর করা হয় । সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ব্লক ঋণ নীতিমালার পত্র নং প্রকা/সাঋবি/সুদ ব্লক (পাট)/১৩৮৬৫ তারিখ: ০২/০৯/২০১৪ এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- ১.০০ (চ) অনুযায়ী কোনো ঋণ গ্রহীতার প্লেজ গুদামে মজুদ পাটের ঘাটতি থাকলে তারা এ সুবিধা (ব্লক সুবিধা) পাবেন না । আলোচ্যক্ষেত্রে উল্লিখিত শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক অগ্রিম মূল্যের ঘাটতি হিসাবে ব্লককরণের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে । ব্লক ঋণ হিসাবে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৩৪,৭০,৮৭,৪৫২ টাকা ।

মঞ্জুরিপত্র নং- সাঋবি/পাট/৮৯৭৮; তারিখ: ১০/০৬/২০১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে প্লেজ হিসাবে ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত আরোপিত অনাদায়ী সুদ ১৬,৬৬,৪৭,০০০ টাকার সাথে ৩১/০৩/২০১৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অনারোপিত সুদ ১১,৪৬,২৩,০০০ টাকা একীভূত করে মোট ২৮,১২,৭০,০০০ টাকা কস্ট অব ফান্ড হারে ব্লক ঋণ হিসাবে স্থানান্তর করা হয় । ব্লক ঋণ নীতিমালার পত্র নং- ১৩৮৬৫; তারিখ: ০২/০৯/২০১৪ খ্রি. এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- ১.০০ (ঙ) অনুযায়ী জুলাই, ২০০৯ থেকে ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত সময়কালের শুধুমাত্র সুদ ব্লক সুবিধার জন্য বিবেচিত হবে । আলোচ্যক্ষেত্রে উল্লিখিত শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ গ্রহীতাকে ৩১/০৩/২০১৫ খ্রি. পর্যন্ত সময়ের সুদের উপর ব্লক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে । সুদ ব্লক ঋণ হিসাবে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৩১,৭০,৫৭,০৩৫ টাকা ।

মঞ্জুরিপত্র নং-সাঋবি/পাট/৮৯৭৮; তারিখ: ১০/০৬/২০১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে পিসিসি (প্যাকিং ক্যাশ ক্রেডিট) হিসাবে মন্দ/ক্ষতি মানে শ্রেণিকৃত ৯,১৫,৬৮,০০০ টাকা লেজার বকেয়ার সাথে ৩১/০৩/২০১৫ খ্রি. পর্যন্ত অনারোপিত সুদ ৪,৬০,৮১,০০০ টাকা একীভূত করে মোট ১৩,৭৬,৪৯,০০০ টাকা সিসি হাইপোঃ ঋণের জন্য প্রযোজ্য সুদ হারে সুদবাহী ব্লক ঋণ হিসাবে স্থানান্তর করা হয় । ব্লক ঋণ নীতিমালার পত্র নং- ১৩৮৬৫; তারিখ: ০২/০৯/২০১৪ খ্রি. এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- ১.০০ (ছ) অনুযায়ী যে সকল ঋণ গ্রহীতার পিসিসি (প্যাকিং ক্যাশ ক্রেডিট) হিসাবে অনিয়মিত বকেয়া রয়েছে তারা এ সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না । ক্রমিক নং- (জ) অনুযায়ী পিসিসি (প্যাকিং ক্যাশ ক্রেডিট) হিসাবের সুদ ব্লককরণের জন্য বিবেচিত হবে না ।

আলোচ্যক্ষেত্রে উল্লিখিত শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ গ্রহীতার পিসিসি (প্যাকিং ক্যাশ ক্রেডিট) হিসাবের বকেয়া সুদ ব্লককরণ করা হয়েছে । পিসিসি (প্যাকিং ক্যাশ ক্রেডিট) ব্লক ঋণ হিসাবে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১২,১৫,১৫,৭৭৬ টাকা ।

উল্লেখ্য, ব্লক ঋণ নীতিমালার পত্র নং- ১৩৮৬৫; তারিখ: ০২/০৯/২০১৪ খ্রি. এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- ১০.০০ মোতাবেক ৩০/০৯/২০১৪ খ্রি. এর মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানকে ব্লক সুবিধার জন্য শাখায় আবেদন করতে হবে । এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ২৬ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে শাখায় আবেদন করলেও সেটি প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ব্লক সুবিধা বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়, যা উল্লিখিত নীতিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ।

মঞ্জুরিপত্র নং-৮৯৭৮; তারিখ ১০/০৬/২০১৫ খ্রি. তারিখের বিশেষ শর্ত ৬.০০ এর ক্রমিক নং- ৪ মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহীতার ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ক্রিন সিআইবি রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে আলোচ্য সুবিধা (ব্লক সুবিধা) কার্যকর হবে। আলোচ্যক্ষেত্রে দেখা যায় ক্রিন সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণ ব্যতীত ব্লক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর মঞ্জুরিপত্র নং- দৌকশা/সাঞ্চবি/একে জুট/২০৮; তারিখ: ২৩/০৩/২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে ৩৫,০০,০০,০০০ টাকার সিসি (প্লেজ) ঋণ ৩১/০৭/২০১৬ খ্রি. মেয়াদে নবায়ন মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলি ১.০০ এর ক্রমিক নং-৩ অনুযায়ী সর্বাবস্থায় মজুদকৃত পণ্যের বীমা পলিসির প্রিমিয়াম ঋণ গ্রাহকের নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে প্লেজ ঋণ হিসাব হতে ২১/০১/২০১৮, ১৩/০৫/২০১৮ ও ০৫/১২/২০১৮ খ্রি. তারিখে যথাক্রমে ২৩,৭৬,১৪৪ টাকা, ৪১,৫৮,২৫২ টাকা ও ৮,৩০,৫৯৯ টাকাসহ সর্বমোট ৭৩,৬৪,৯৯৫ টাকা বীমা প্রিমিয়াম বাবদ কর্তন করা হয়েছে। একটি মন্দ ও ক্ষতি মানের শ্রেণিকৃত হিসাব হতে উক্ত টাকা ডেবিট করে বীমা পলিসি বাবদ প্রদান করা হয়েছে। ০৪/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে সিসি (প্লেজ) হিসাবে ৩৮,০১,১৫,৫০৪ টাকা অনাদায়ি আছে।

ঋণ গ্রহীতার নিকট সর্বমোট অনাদায়ির পরিমাণ (৩৪,৭০,৮৭,৪৫২ + ৩১,৭০,৫৭,০৩৫ + ১২,১৫,১৫,৭৭৬ + ৩৮,০১,১৫,৫০৪) বা ১১৬,৫৭,৭৫,৭৬৭ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৮)।

অনিয়মের কারণ :

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার পত্র নং প্রকা/সাঞ্চবি/সুদ ব্লক (পাট)/১৩৮৬৫ তারিখ: ০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ এর শর্তাদি ক্রমিক নং- ১.০০ এর ঙ, চ, ছ, জ ও ক্রমিক নং- ১০.০০ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্র নং-সাঞ্চবি/পাট/৮৯৭৮; তারিখ: ১০/০৬/২০১৫ খ্রি. এর বিশেষ শর্ত ৬.০০ এর ক্রমিক নং- ৪ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্র নং- দৌকশা/সাঞ্চবি/একে জুট/২০৮; তারিখ: ২৩/০৩/২০১৬ খ্রি. এর শর্তাবলি ১.০০ এর ক্রমিক নং-৩ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনের ভিত্তিতে ব্লক ঋণের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বীমা প্রিমিয়াম পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রাহক অনেক সময় সিসি প্লেজ হিসাবের চেক প্রদান করে থাকেন যা গুদামে মজুদ প্লেজ পাটের ঝুঁকির নিরাপত্তা বিবেচনায় ব্যাংক পরিশোধ করে থাকে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ২৩/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে পত্র জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের ২৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত অনুযায়ী বীমা পলিসির প্রিমিয়াম ঋণ গ্রাহকের নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং বীমা প্রিমিয়াম সিসি (প্লেজ) ঋণ হিসাব হতে পরিশোধের সুযোগ নেই। অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জবাবে উল্লেখ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতিকৃত অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৯

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং সিসি (প্লেজ) গুদামের মজুদকৃত পাটের ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ৭১,১৩,০৭,০৯৫ (একাত্তর কোটি তেরো লক্ষ সাত হাজার পঁচানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং সিসি (প্লেজ) গুদামের মজুদকৃত পাটের ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ৭১,১৩,০৭,০৯৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

খুলনা কর্পোরেট শাখার কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স এফ. আর. জুট মিলস লিমিটেড এর ব্লক ও চলতি মূলধন ঋণ মঞ্জুরি সংক্রান্ত নথিপত্র, গুদাম পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং এতদসংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ফাইল পর্যালোচনায় দেখা যায়, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রঃকাঃ/কৃপ্রঅবি/এফ.আর.জুট/৭৩; তারিখ ১৯/০৪/২০১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে ০১/০৭/২০০৯ থেকে ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ ০৫(পাঁচ) বছরের প্লেজ ও হাইপোঃ ঋণ হিসাবে আরোপিত সুদ ৭,২০,০০,০০০ টাকার ডাউন পেমেন্ট ১৫,০০,০০০ টাকা (ন্যূনতম) বাদে অবশিষ্ট ৭,০৫,০০,০০০ টাকা সুদযুক্ত ব্লক হিসাবে স্থানান্তর করে দুই (২) বছর মরাটরিয়াম সুবিধাসহ অনুমোদনের তারিখ হতে পাঁচ (৫) বছরে পরিশোধের মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। কিন্তু বিআরপিডি সাকুলার নং- ১৫; তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর ক্রমিক নং- ৪(এ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন করে ডাউন পেমেন্ট বাবদ ১৫,০০,০০০ টাকা (ন্যূনতম) গ্রহণ ব্যতীত ব্লক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং ১(ছ) অনুযায়ী ব্লক ঋণের ৪০% বাবদ ২,৮২,০০,০০০ টাকার তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক নেয়ার পর ব্লক সুবিধা কার্যকর করার শর্ত লঙ্ঘন করে ব্লক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ফলে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে ব্লক ঋণ হিসাবে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৭,৭০,১২,০৩৮ টাকা।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, এগ্রো বেইজড প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রঃকাঃ/এপিএফসি/এফ আর জুট মিলস লিমিটেড/৩৭১; তারিখ: ১১/০৬/২০১৮ খ্রি. এর মাধ্যমে সিসি (প্লেজ) ঋণ এর ৭০,০০,০০,০০০ টাকা ৩১/০৮/২০১৮ খ্রি. মেয়াদে নবায়ন প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলি ২.০০ এর ক্রমিক নং- ০৭ অনুযায়ী প্রতিটি রপ্তানি ও স্থানীয় বিক্রয় লব্ধ অর্থ হতে কমপক্ষে ১০% হারে আদায় করে ৩১/০৮/২০১৮ খ্রি. এর মধ্যে সুদসহ সমুদয় বকেয়া সমন্বয় করতে হবে। শাখার ০৬/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখের গুদাম পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় উক্ত তারিখে তোষা ৪৬১৩৮ বোঝা বা ২৩০৬৯০০ কেজি (প্রতি বোঝা ৫০ কেজি হিসাবে) ও টি টোয়াইন-৯৩ মেট্রিক টন বা ৯৩০০ কেজি (১ মেট্রিক টন বা ১০০ কেজি হিসাবে) পাট ঘাটতি ছিল, যার মূল্য ১১,৪৫,৩৫,০০০ টাকা (প্রতি কেজি ৪৯.৪৪ টাকা হিসাবে)। আলোচ্যক্ষেত্রে মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলি ২.০০ এর ক্রমিক নং ০৭ এর নির্দেশনা পরিপালন করা হয়নি। ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে সিসি প্লেজ ঋণ হিসাবে আর্থিক ক্ষতি ৬৩,৪২,৯৫,০৫৭ টাকা।

৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট (৭,৭০,১২,০৩৮+৬৩,৪২,৯৫,০৫৭) বা ৭১,১৩,০৭,০৯৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ০৯)।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্র নং- প্রঃকাঃ/কৃঅবি/এফ,আর,জুট/৭৩; তারিখ ১৯/০৪/২০১৫ খ্রি. এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- ০১(খ) ও ১(ছ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্র নং- প্রঃকাঃ/এপিএফসি/এফআর/জুট মিলস লিমিটেড/৩৭১; তারিখ: ১১/০৬/২০১৮ খ্রি. এর শর্তাবলি ২.০০ এর ক্রমিক ০৭ এবং বিশেষ শর্তাবলি ৩.০০ এর ক্রমিক নং ০৫ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- বিআরপিডি সাকুলার নং- ১৫; তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ এর ক্রমিক নং-৪(এ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ব্যাংকের খেলাপি পাওনা আদায়ের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ঋণ হিসাবসমূহ নিয়মিত রেখে ব্যবসা পরিচালনার জন্য ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৭০২ তম সভায় এফ আর জুট মিলস লিমিটেড এর অনুকূলে বিদ্যমান হাইপোঃ ঋণ সীমা ৩০.০০ কোটি টাকা ৩১/০৮/২০২১ খ্রি. মেয়াদে নবায়ন, প্রকল্পঋণ, বিদ্যমান ব্লক ঋণ ও প্লেজ ঋণ ০২ (দুই) বছরের মরটরিয়াম সুবিধাসহ ১০ (দশ) বছর মেয়াদে কস্ট অব ফান্ড হারে ব্লক অনুমোদন করা হয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ২৩/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে পত্র জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের ২৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জবাবে উল্লেখ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতিকৃত অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১০

শিরোনাম : মূল দলিলপত্র ব্যতিরেকে সিসি (প্লেজ) ও ব্লক ঋণ মঞ্জুরি এবং সিসি (প্লেজ) ঋণের বিপরীতে গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ১০০,৫৩,২২,৯৫২ (একশ কোটি তিন্সান্ন লক্ষ বাইশ হাজার নয়শত বায়ান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরে মূল দলিলপত্র ব্যতিরেকে সিসি (প্লেজ) ও ব্লক ঋণ মঞ্জুরি এবং সিসি (প্লেজ) ঋণের বিপরীতে গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ১০০,৫৩,২২,৯৫২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

খুলনা কর্পোরেট শাখার কৃষিভিত্তিক প্রকল্প ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স সোনালী জুট মিলস লিমিটেড এর ব্লক ও চলতি মূলধন ঋণ প্রদান সংক্রান্ত যোগাযোগ নথি, ডকুমেন্টস ফাইল, ঋণ হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রঃকাঃ/কুপ্রঅবি/সোনালী জুট/৬৮৩; তারিখ: ১২/০৪/২০১০ খ্রি. এর মাধ্যমে ১৫,০০,০০,০০০ টাকার সিসি (প্লেজ) ঋণ মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং- (ঘ) অনুযায়ী সম্পূর্ণ ঋণ সীমা কভার করে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ভূমি এবং উহার উপর নির্মাণাদি ও মেশিনারিজের উপর রেজিস্ট্রার্ড মটর্গেজ সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে উল্লিখিত মটর্গেজকৃত জমির মূল কাগজপত্র শাখায় পাওয়া যায়নি।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রঃকাঃ/কুপ্রঅবি/সোনালী জুট/২৮৪, তারিখ: ০১/০৪/২০১২ খ্রি. এর মাধ্যমে সিসি (প্লেজ) ৪০,০০,০০,০০০ টাকা নবায়নসহ অতিরিক্ত ১০,০০,০০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং-০৬ অনুযায়ী ঋণ সমন্বয়ের সময়সীমা ৩০/০৯/২০১২ খ্রি.।

পরবর্তীতে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রঃকাঃ/কুপ্রঅবি/সোনালী জুট/১৪৩২; তারিখ: ৩০/১২/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে প্লেজ ঋণ হিসাবের ৫০,০০,০০,০০০ টাকা নবায়ন ও ডিসেম্বর, ২০১৩ খ্রি. পর্যন্ত অনাদায়ি কিস্তি ৩,৭৬,০০,০০০ টাকা ব্লককরণ ৩১/০৮/২০১৪ খ্রি. মেয়াদে বর্ধিত করা হয়। সর্বশেষ মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং- ৪ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট হিসাবে ৩,৭৬,০০,০০০ টাকার ৩০% বাবদ ১,১৩,০০,০০০ টাকা এবং প্লেজ ও হাইপোঃ হিসাবে ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রি. পর্যন্ত সীমাত্রিভুক্ত/অগ্রিম মূল্যের অতিরিক্ত ব্লকযোগ্য বকেয়ার ১৫% বাবদ অর্থ ৩০ জানুয়ারি, ২০১৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে জমা করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আলোচ্যক্ষেত্রে ঋণ নবায়ন ও ব্লককরণের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা লঙ্ঘন করা হয়েছে। ফলে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে উক্ত সিসি (প্লেজ) ঋণ হিসাবে ৭২,২১,৭৮,৭৭৬ টাকা ও ব্লক ঋণ হিসাবে ৫,৬২,৯৭,৪১৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

এছাড়াও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রঃকাঃ/কুপ্রঅবি/সোনালী জুট/৮৯৭; তারিখ: ১২/০৮/২০১৩ খ্রি. এর মাধ্যমে ৯,৯৯,০০,০০০ টাকা মাসিক কিস্তিতে প্রচলিত সুদে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ হতে আদায়যোগ্য করে ০১(এক) বছর মেয়াদে পরিশোধযোগ্য সুদযুক্ত ব্লক মঞ্জুর করা হয়। ঋণ হিসাবটিতে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৯,৮৯,৪৮,৪৩৭ টাকা।

মঞ্জুরিপত্র ব্যতীত ৮,৪৯,৩০,৩৭৫ টাকার ব্লক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে ব্লক ঋণ হিসাবে ১২,৭৮,৯৮,৩২৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ (৭২,২১,৭৮,৭৭৬ + ৫,৬২,৯৭,৪১৬ + ৯,৮৯,৪৮,৪৩৭ + ১২,৭৮,৯৮,৩২৩) বা ১০০,৫৩,২২,৯৫২ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১০)।

১৭/১০/২০১৬ খ্রি. এর গুদাম পরিদর্শন রিপোর্ট হতে দেখা যায়, প্লেজ গুদামে মজুদকৃত ২২৩৬৬৫ বেল পাট সম্পূর্ণটাই ঘাটতি রয়েছে (অর্থাৎ গুদামে কোন পাট নেই) যার মূল্য ৬০,৭০,৪৮,৫০০ টাকা।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্র নং-১৪৩২; তারিখ: ৩০/১২/২০১৩ এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- ৪ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্র নং- ৬৮৩, তারিখ ১২/০৪/২০১০খ্রি এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- (ঘ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, খেলাপি ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে অর্থ ঋণ মামলা নং-১১৩/১৬, তারিখ: ১০/১০/২০১৬ খ্রি. দায়ের করা হয়েছে এবং ব্যাংকের খেলাপি পাওনা আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ২৩/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে পত্র জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের ২৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ব্যাংক ফলোআপ/ পর্যবেক্ষণ/ফলাবর্তন করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর প্রতিবেদনের মাধ্যমে ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জবাবে উল্লেখ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতিকৃত অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১১

শিরোনাম : সিসি (প্লেজ) ও ব্লক ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং সিসি (প্লেজ) গুদামে মজুদকৃত পাটের ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ১৮,৮৯,৫৯,০৮২ (আঠারো কোটি ঊননব্বই লক্ষ ঊনষাট হাজার বিরাশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরে সিসি (প্লেজ) ও ব্লক ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং সিসি (প্লেজ) গুদামে মজুদকৃত পাটের ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ১৮,৮৯,৫৯,০৮২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

খুলনা কর্পোরেট শাখার ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স মোল্লা জুট ড্রেইং এর সত্বাধিকারী জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লার সিসি (প্লেজ) ঋণ মঞ্জুরি, হিসাব বিবরণী, গুদামের স্টক রেজিস্টার ও এতদসংশ্লিষ্ট নথিপত্র নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, ঋণ মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/সাঋবি/পাট/মোল্লা জুট/৯৯৯, তারিখ: ১৩/০৪/২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে সিসি (প্লেজ) ১২,০০,০০,০০০ টাকা নবায়ন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং-১৬ অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ৩১/০৭/২০১৬ খ্রি.। বিশেষ শর্ত ২৪.০০ এর ক্রমিক নং- থ এবং দ অনুযায়ী শাখার একজন এজিএম প্রতি ০২(দুই) মাসে একবার এবং জিএম অফিস, খুলনা হতে প্রতি ০৩(তিন) মাস অন্তর প্লেজ গুদামের মজুদ মালামাল পরিদর্শন করবেন এবং শাখা প্রধান সময়ে সময়ে আকস্মিক গুদাম পরিদর্শন করে গুদামে মজুদ মালামালের পরিমাণ, গুণগতমান ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চিত হবেন। গুদাম পরিচালনায় কোনো অনিয়ম হলে কিংবা গুদামে মালামালের কোনো ঘাটতি হলে শাখা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দায়ী থাকবেন।

শাখায় রক্ষিত মজুদ রেজিস্টার অনুযায়ী প্লেজকৃত গুদামে ০৯/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে ৮১১৯২ মণ পাট মজুদ দেখানো হয়েছে, যার মূল্য ১৩,৭৪,১১,৬৫০ টাকা (প্রতি মণের মূল্য ১৬৯২ টাকা)। মজুদ রেজিস্টারের তথ্য অনুযায়ী ০৬/০২/২০২০ খ্রি. এ উক্ত গুদাম হতে ২৫৭১ মণ পাট, ৮,৮৫,৫০০ টাকায় বিক্রয় করা হলেও অবশিষ্ট (৮১১৯২-২৫৭১) বা ৭৮,৬২১ মণ পাটের কোন অস্তিত্ব নেই, যার মূল্য ১৩,৬৫,২৬,১৫০ টাকা। আলোচ্যক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিবিড় তদারকির অভাবে পাট ঘাটতি হওয়া সত্ত্বেও ক্রমিক নং- দ এর নির্দেশনা মোতাবেক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে সিসি (প্লেজ) ঋণ হিসাবে ৯,৯৪,৪৮,২৬৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং-প্রকা/সাঋবি/পাট/মোল্লা/১৬২৬৬, তারিখ: ২৬/১০/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে প্লেজ ও হাইপোঃ হিসাবে ০১/০৭/২০০৯ খ্রি. তারিখ হতে ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৫(পাঁচ) বছরের আরোপিত সুদ ৬,৭৮,৩৬,০০০ টাকার ডাউন পেমেন্ট বাবদ ১৫,০০,০০০ টাকা বাদে অবশিষ্ট ৬,৬৩,৩৬,০০০ টাকার সুদ ব্লক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং- ০১(গ) মোতাবেক মার্চ, ২০১৬ হতে ত্রৈমাসিক কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। প্রতি রপ্তানি বিল/স্থানীয় বিক্রয় বিল হতে বিল মূল্যের ১০% কর্তন করে ব্লক হিসাবে জমা করতে হবে। কর্তনকৃত অর্থ দ্বারা যদি ব্লক হিসাবে ত্রৈমাসিক কিস্তি সমন্বিত না হয় তাহলে ঘাটতি অর্থ ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ করতে হবে। পর পর ০২(দুই)টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্লক সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সকল ঋণের বকেয়া আদায়ের জন্য ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ক্রমিক নং-০১(গ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন করা হলেও শর্ত মোতাবেক ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ৩০/০৬/২০২০খ্রি. তারিখে সুদ ব্লক হিসাবে ৮,৫৪,৭২,৬৭৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

মঞ্জুরিপত্র ব্যতীত ১৩/০৪/২০১৬ খ্রি. তারিখে ৪৭,৫৪,০০০ টাকা ব্লক সুবিধা প্রদান করা হয়। ৩০/০৬/২০২০খ্রি. তারিখে ব্লক হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ ৪০,৩৮,১৪০ টাকা।

৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট (৯,৯৪,৪৮,২৬৯ + ৮,৫৪,৭২,৬৭৩ + ৪০,৩৮,১৪০)বা ১৮,৮৯,৫৯,০৮২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১১)।

অনিয়মের কারণ :

- ঋণ মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/সাঋবি/পাট/মোল্লা জুট/৯৯৯, তারিখ: ১৩/০৪/২০১৬ খ্রি. এর শর্তাবলির ক্রমিক নং-১৬, বিশেষ শর্ত ২৪.০০ এর ক্রমিক নং- (খ), (দ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্র নং-প্রকা/সাঋবি/পাট/মোল্লা/১৬২৬৬, তারিখ: ২৬/১০/২০১৪ খ্রি. এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- ০১ (গ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- খেলাপি ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। ব্যাংকের খেলাপি এ পাওনা আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ২৩/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে পত্র জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের ২৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায়ের জন্য যথাসময়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সময়ক্ষেপন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতিকৃত অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১২

শিরোনাম : সিসি (প্লেজ) ঋণ নবায়ন মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং গুদামে পাট ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের ৪৭,৮৭,৪১,২৫৪ (সাতচল্লিশ কোটি সাতাশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুইশত চুয়ান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরে সিসি (প্লেজ) ঋণ নবায়ন মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং গুদামে পাট ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের ৪৭,৮৭,৪১,২৫৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

খুলনা কর্পোরেট শাখার ঋণ গ্রহীতা মেসার্স জুয়েল জুট লিমিটেড এর সিসি (প্লেজ) সংক্রান্ত নথি, হিসাব বিবরণী, স্টক রেজিস্টার, যোগাযোগ নথি ও ডকুমেন্ট নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/সাঋবি/পাট/জুয়েল/১২৬৪৪; তারিখ: ১১/১০/২০১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে সিসি (প্লেজ) ঋণ ২৮,০০,০০,০০০ টাকা নবায়ন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং- ২ মোতাবেক গুদামজাত পাট ব্যাংকের কর্তৃত্বাধীনে/তালাবদ্ধ থাকা এবং ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার নির্দেশনা রয়েছে। বিশেষ শর্ত এর ক্রমিক নং- (ক) মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহীতার ব্যক্তিগত ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে নবায়িত ঋণ সুবিধা কার্যকর হবে। কিন্তু শাখা কর্তৃক শর্ত লঙ্ঘন করে ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট ব্যতীত ঋণ নবায়ন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

ব্যাংকে রক্ষিত স্টক রেজিস্টার অনুযায়ী ০৮/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে গুদামে পাট থাকার কথা ৯২২৪৯ মণ। ০৯/০৫/২০১৯ খ্রি. ও ১৬/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখে নিলামের মাধ্যমে সর্বমোট ১২৮০০ মণ পাট বিক্রয় করা হয়। সে মোতাবেক পাট ঘাটতির পরিমাণ (৯২২৪৯-১২৮০০) বা ৭৯৪৪৯ মণ। ব্যাংকে রক্ষিত স্টক রেজিস্টার অনুযায়ী বর্তমানে গুদামে কোনো পাট মজুদ নেই। ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে সিসি (প্লেজ) হিসাবে ২৬,৪৪,৮০,২৭১ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/সাঋবি/পাট/জুয়েল/১৬১৪০; তারিখ: ২৩/১০/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে ১৬,৮৯,১৪,০০০ টাকা ব্লক ঋণ সুবিধা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। আলোচ্যক্ষেত্রে ২০১৫ ও ২০১৬ খ্রি. তারিখে মোট ৪৬,০৩,৮৮,৭৬০ টাকার পাট রপ্তানি করলেও মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং ০১(গ) এ প্রতি রপ্তানি বিল/স্থানীয় বিক্রয় বিল হতে বিল মূল্যের ১০% কর্তন করে ব্লক হিসাবে জমা করার কথা উল্লেখ থাকলেও ব্লক হিসাবে ১০% বাবদ ৪,৬০,৩৮,৮৭৬ টাকা জমা করা হয়নি এবং কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলেও ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি ফলে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে ঋণ হিসাবে ২১,৪২,৬০,৯৮৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট (২৬,৪৪,৮০,২৭১ + ২১,৪২,৬০,৯৮৩) বা ৪৭,৮৭,৪১,২৫৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১২)।

অনিয়মের কারণ :

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরিপত্র নং-প্রকা/সাঋবি/পাট/জুয়েল/১২৬৪৪; তারিখ: ১১/১০/২০১৫ খ্রি. এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- ২ এবং বিশেষ শর্ত ক্রমিক নং- ক এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরিপত্র নং-প্রকা/সাঋবি/পাট/জুয়েল/১৬১৪০; তারিখ: ২৩/১০/ ২০১৪ খ্রি. এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- ০১(গ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- খেলাপি ঋণ আদায়ে ইতোমধ্যে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। ব্যাংকের খেলাপি এ পাওনা আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ২৩/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে পত্র জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের ২৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায়ের জন্য যথাসময়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সময়ক্ষেপন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতিকৃত অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১৩

শিরোনাম : ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ১৭,৭৪,৬২,১১৪ (সতেরো কোটি চুয়ান্ডর লক্ষ বাষট্টি হাজার একশত চৌদ্দ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরে ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ১৭,৭২,৬২,০৮৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

খুলনা কর্পোরেট শাখার ঋণ গ্রহীতা মেসার্স এস এন্ড এস জুট ট্রেডিং এর সিসি (প্লেজ) সংক্রান্ত নথি, হিসাব বিবরণী, স্টক রেজিস্টার, যোগাযোগ নথি ও ডকুমেন্ট নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর পত্র নং- প্রকা/সাক্ষবি/পাট/এসএন্ডএস/১৮৬৪৭; তারিখ: ০৪/১২/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে প্লেজ ও হাইপোঃ হিসাবে ০১/০৭/২০০৯ খ্রি. তারিখ হতে ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৫(পাঁচ) বছরের আরোপিত সুদ ৩,৯৮,৫৫,০০০ টাকার ৩% ডাউন পেমেন্ট বাবদ ১২,০০,০০০ টাকা জমা বাদে অবশিষ্ট ৩,৮৬,৫৫,০০০ টাকার ব্লক সুবিধা ও সিসি (প্লেজ) হিসেবে ৮,০০,০০,০০০ টাকা নবায়ন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং- ০১(গ) মোতাবেক মার্চ, ২০১৬ হতে ত্রৈমাসিক কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। প্রতি রপ্তানি বিল/স্থানীয় বিক্রয় বিল হতে বিল মূল্যের ১০% কর্তন করে ব্লক হিসাবে জমা করতে হবে। কর্তনকৃত অর্থ দ্বারা যদি ব্লক হিসাবে ত্রৈমাসিক কিস্তি সমন্বিত না হয় তাহলে ঘাটতি অর্থ ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ করতে হবে। পর পর ০২ (দুই)টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্লক সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সকল ঋণের বকেয়া আদায়ের জন্য ঋণ গ্রহীতা ও জামিনদারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ২০১৫ ও ২০১৬ খ্রি. সময়ে মোট ৩৬,৪৩,৮৬,১৭১ টাকার পাট রপ্তানি করলেও ব্লক হিসাবে ১০% বাবদ ৩,৬৪,৩৮,৬১৭ টাকা জমা করা হয়নি এবং ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে সুদ ব্লক হিসাবে ৪,৯৪,৯১,১৩০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/সাক্ষবি/পাট/এসএন্ডএস/১৪২৯৭; তারিখ: ১৫/১২/ ২০১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে সিসি(প্লেজ) এর ঋণ সীমা ৮,০০,০০,০০০ টাকা থেকে ১১,০০,০০,০০০ টাকায় বর্ধিত করে ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং- ১৭ অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ৩১/০৭/২০১৬ খ্রি.। বিশেষ শর্ত ২৬.০০ এর ক্রমিক নং- (খ) মোতাবেক শাখার একজন এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার Periodically গুদামের মজুদ মালামাল পরিদর্শন করবেন এবং শাখা প্রধান সময়ে সময়ে আকস্মিক গুদাম পরিদর্শন করে মজুদ মালামালের পরিমাণ, গুণগতমান ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চিত হবেন। গুদাম পরিচালনায় কোনো অনিয়ম হলে কিংবা গুদামে মালামালের কোনো ঘাটতি হলে শাখা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দায়ী থাকবেন। আলোচ্যক্ষেত্রে ব্যাংকে রক্ষিত স্টক রেজিস্টার অনুযায়ী ০৮/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখে গুদামে পাট থাকার কথা ৫১৪৯৬ মণ। ০৯/০৫/২০১৯ ও ১৬/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখে নিলামের মাধ্যমে সর্বমোট ১৪০৩ মণ পাট বিক্রয় করা হয়। সে মোতাবেক (৫১৪৯৬ - ১৪০৩) বা ৫০০৯৩ মণ পাট ঘাটতি আছে। ব্যাংকে রক্ষিত স্টক রেজিস্টার অনুযায়ী বর্তমানে গুদামে কোনো পাট মজুদ নেই। ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে সিসি (প্লেজ) ঋণ হিসাবে ১২,৫১,২৯,১৯১ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

মঞ্জুরিপত্র ব্যতীত ঋণ গ্রহীতাকে ১৫/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে ৮৯,৭৩,০০০ টাকার ব্লক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ব্লক ঋণ হিসাবে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে ২৮,৪১,৭৯৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট (৪,৯৪,৯১,১৩০+১২,৫১,২৯,১৯১+২৮,৪১,৭৯৩) বা ১৭,৭৪,৬২,১১৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৩)।

অনিয়মের কারণ :

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ বিভাগ এর পত্র নং- ১৮৬৪৭; তারিখ: ০৪/১২/২০১৪ খ্রি. এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- ০১(গ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/সাঋবি/পাট/এসএন্ডএস/১৪২৯৭; তারিখ ১৫/১২/২০১৫ খ্রি. এর বিশেষ শর্ত ২৬.০০ এর ক্রমিক নং- (থ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- খেলাপি ঋণ আদায়ে ইতোমধ্যে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। ব্যাংকের খেলাপি এ পাওনা আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ২৩/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে পত্র জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৮/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের ২৭/১০/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায়ের জন্য যথাসময়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সময়ক্ষেপণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতিকৃত অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

অনুচ্ছেদ : ১৪

শিরোনাম : মঞ্জুরির শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ বিতরণ এবং প্লেজকৃত গুদামে পাটের ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের ২৭,৮৬,৪৫,৭৭৩ (সাতাশ কোটি ছিয়াশি লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশত তিয়াত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরে মঞ্জুরির শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ বিতরণ এবং প্লেজকৃত গুদামে পাটের ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের ২৭,৮৬,৪৫,৭৭৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

দৌলতপুর কর্পোরেট শাখার ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স আলম ফাইবার্স, প্রোঃ মোঃ ফিরোজ আলম এর সিসি (প্লেজ) ও ব্লক ঋণ মঞ্জুরি প্রস্তাব সংক্রান্ত নথি, গুদাম পরিদর্শন প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী এবং ডকুমেন্টস ফাইল পর্যালোচনায় দেখা যায়, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, শিল্প ঋণ বিভাগ, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৪/৩৬০, তারিখ: ১৪/১২/২০১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে ৯,৫০,০০,০০০ টাকা সুদ ব্লক ঋণ মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের ব্লক সুবিধার শর্ত ক্রমিক (ঘ) অনুযায়ী ডাউন পেমেন্ট বাবদ ২৫,০০,০০০ টাকা প্রদান এবং শর্তাবলির ক্রমিক নং ০২ মোতাবেক ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে ব্লক সুবিধা অনুমোদন কার্যকর করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ডাউন পেমেন্ট ও ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণ না করে ব্লক ঋণ সুবিধা মঞ্জুরি প্রদান করায় ব্লক ঋণ হিসাবটিতে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. মেয়াদে সুদাসলে ৯,৪২,৬৫,০৭৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, শিল্প ঋণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৯/১১২৮, তারিখ: ২৯/০৮/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে ২০,৩০,০০,০০০ টাকা সিসি (প্লেজ) ঋণ নবায়ন করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের ক্রমিক নং- ক(১) অনুযায়ী অনুমোদিত ঋণের মেয়াদ ৩০/০৬/২০২০ খ্রি.। ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে উক্ত সিসি (প্লেজ) ঋণ হিসাবে ১৮,৪৩,৮০,৬৯৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

ব্যাংকের মজুদ রেজিস্টার অনুযায়ী মোট ৩৮,৪৪১টি কাঁচা বেল বা ১,৩৪,৫৪৩.৫ মণ পাট মজুদ আছে (একটি কাঁচা বেল বা ৩.৫ মণ)। মজুদকৃত প্রতি মণ পাটের মূল্য ১৭০০ টাকা হিসাবে সর্বমোট মূল্য (১,৩৪,৫৪৩.৫×১৭০০) বা ২২,৮৭,২৩,৯৫০ টাকা। ১৪/০৩/২০২১ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষা দল কর্তৃক সরেজমিন গোডাউন পরিদর্শনে মোট ৫৭,৮৭৫ মণ পাট মজুদ হিসাবে পাওয়া যায়, যার মূল্য (৫৭,৮৭৫ × ১৭০০) বা ৯,৮৩,৮৭,৫০০ টাকা। সে অনুযায়ী (১৩৪৫৪৩.৫- ৫৭,৮৭৫) বা ৭৬,৬৬৮.৫ মণ পাট ঘাটতি আছে যার মূল্য (৭৬,৬৬৮.৫×১৭০০) বা ১৩,০৩,৩৬,৪৫০ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৪.১)।

প্রতিষ্ঠানের ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে সর্বমোট (৯,৪২,৬৫,০৭৯ + ১৮,৪৩,৮০,৬৯৪) বা ২৭,৮৬,৪৫,৭৭৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৪)।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্র নং-প্রকা/শিঋবি/২০১৪/৩৬০, তারিখ: ১৪/১২/২০১৪ খ্রি. এর ব্লক সুবিধার শর্ত ক্রমিক নং (ঘ), (চ) ও শর্তাবলির ক্রমিক নং- ২ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৯/১১২৮, তারিখ: ২৯/০৮/২০১৯ খ্রি. এর ক্রমিক নং- ক(১) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বিভিন্ন সময়ে বিটিআর বন্ধ থাকায় তিনি রপ্তানি চালাতে পারেনি এবং এ কারণে কিস্তির টাকাও সময়মত পরিশোধ করতে পারেননি। বর্তমান পাটের বাজারদর বেশি হওয়ায় তাঁর সমুদয় পাট বিক্রি করলে ২৮,১৪,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করা সম্ভব। শাখা ব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও গোডাউন কিপারগণ গুদাম পরিদর্শন করে থাকেন এবং প্রতিদিনের স্টক রিপোর্ট টালি করে লট কার্ড টাঙিয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার নিয়মিত প্লেজের গোডাউন ভাড়া বীমা, যাচাই খরচ, বেল প্রস্তুত খরচ, এছাড়া ত্রৈমাসিক ব্যাংক সুদের সকল টাকা ঋণ গ্রহীতার প্লেজ ঋণ হতে কর্তন করা হয়। এভাবে কর্তন করার ফলে ডিপি ঘাটতি ও পাটের ঘাটতি হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ডিপির বা পাটের কোন ঘাটতি নেই। সপ্তাহ জুড়ে ২০০ ট্রাক পাট বাকিতে ক্রয় করা হয় এবং একই দিনে ৩.৬৭ কোটি ও ১.৩০ কোটি টাকা প্লেজ নিয়ে মোকাম মজুদদারদের টাকা পরিশোধ করা হয়। সুতরাং আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।

- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ১১/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে পত্র জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৩/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের ২৬/১২/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আসল ব্লক ও সুদ ব্লক হিসাবের আদায়যোগ্য কিস্তি আদায়ের জন্য সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ি টাকা আদায়ের অগ্রগতি মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ প্লেজকৃত মালামাল ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণে তালাবদ্ধ করে চাবি ব্যাংকের হেফাজতে রাখা হয় তা সত্ত্বেও নিরীক্ষা দল কর্তৃক সরেজমিন গুদামে পরিদর্শনে গুদামে পাট ঘাটতির বিষয়টি দেখা গেছে। পাট ঘাটতি রেখে পাটের উচ্চমূল্য ভিত্তিতে ঋণ হিসাবটি সমন্বয় করা বিষয়টি সঠিক নয়। মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৪/৩৬০, তারিখ: ১৪/১২/২০১৪ খ্রি. এর অন্যান্য শর্তাবলির ক্রমিক (ক) অনুযায়ী মালামাল দেখভালের জন্য গুদামে নিয়োজিত ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব উৎস হতে ব্যয়ের নির্দেশনা রয়েছে তা সত্ত্বেও সিসি (প্লেজ) ঋণ হিসাব বিকলন করে প্রদান করা হয়েছে। সুদ ব্লক ও আসল ব্লক ঋণের টাকা আদায়ের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন জবাব প্রদান করা হয়নি

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতিকৃত অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১৫

শিরোনাম : নীতিমালা লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ ব্লককরণ ও সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুরি এবং প্লেজকৃত গুদামে পাট ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের ২১৩,৫২,৬৭,৭৫৭ (দুইশত তেরো কোটি বাহান্ন লক্ষ সাতষট্টি হাজার সাতশত সাতান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরে নীতিমালা লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ ব্লককরণ ও সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুরি এবং প্লেজকৃত গুদামে পাট ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের অনাদায়ি ২১৩,৫২,৬৭,৭৫৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা খুলনার ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স মন্ডল এ্যান্ড কোং, প্রোঃ লুৎফর রহমান মন্ডল এর ব্লক ও সিসি (প্লেজ) ঋণ মঞ্জুরি প্রস্তাব সংক্রান্ত নথি, পাট খাতের ঋণ ব্লককরণ নীতিমালা, গুদাম লেজার, স্টক কার্ড এবং ডকুমেন্টস ফাইল পর্যালোচনায় দেখা যায়, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, শিল্প ঋণ বিভাগ এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৭/১২৩৬; তারিখ: ২৯/১০/২০১৭ খ্রি. এর মাধ্যমে ১৫৪,০০,০০,০০০ টাকা ব্লক ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৫, তারিখ ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর ক্রমিক ০৪(বি) অনুযায়ী ঋণ রিশিডিউল এর ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ এবং রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বোর্ড সচিবালয়, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর স্মারক নং- প্রকা/পস/৫৩৭/১৭, তাং-২৬/০৯/২০১৭ খ্রি. মোতাবেক পাট খাতের ঋণ ব্লককরণ নীতিমালা-২০১৭ এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- (ছ) অনুযায়ী ব্লক ঋণের অনুমোদন কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী ০২ বছর মরাটরিয়াম পিরিয়ড হিসেবে গণ্য হবে ও (জ) মোতাবেক প্রতি রপ্তানি/বিক্রয় বিল হতে বিল মূল্যের ৫% কর্তনপূর্বক ব্লক হিসাবে জমা করার এবং পর পর দুটি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে অনাদায়ি টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে নীতিমালা লঙ্ঘন করে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ ব্যতীত ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

পাট খাতের ঋণ ব্লককরণ নীতিমালা-২০১৭ এর শর্তাবলির ক্রমিক নং-শর্তাবলির ক্রমিক নং- (ঝ) অনুযায়ী নতুন সৃষ্ট ব্লক ঋণের মোট স্থিতির বিপরীতে ৪০% সহায়ক জামানত গ্রহণ করতে হবে। সহায়ক জামানত হিসেবে বন্ধকীকৃত ১৪.৬৫৬৮ একর জমির মূল্যায়ন করা হয়েছে ৫৫,০০,০০,০০০ টাকা কিন্তু মৌজা রেট অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তির মূল্য মাত্র ৩,৩৩,৩০,৩৯৭ টাকা। অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে ৫১,৬৬,৬৯,৬০৩ টাকা। প্রায় ১৭ গুণ বৃদ্ধি করে উক্ত সম্পত্তির মূল্যায়ন করা হয়েছে। ৪০% সহায়ক জামানত গ্রহণের নির্দেশনা থাকলেও মৌজা রেট অনুযায়ী ৬.০৬% গ্রহণ করা হয়েছে। ব্লক ঋণ হিসাবটিতে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. মেয়াদে অনাদায়জনিত ক্ষতির পরিমাণ ২১৩,৫২,৬৭,৭৫৭ টাকা।

ব্যাংকের মজুদ রেজিস্টার অনুযায়ী প্লেজকৃত গুদামে মোট ১,১০,৪৩৯টি কাঁচা বেল বা ৩৮৬৫৩৬.৫ মণ পাট মজুদ থাকার কথা। বিগত ১৪/০৩/২০২১ খ্রি. তারিখ নিরীক্ষা দল কর্তৃক সরেজমিন গোড়াউন পরিদর্শনে মোট ৯০০০০ মণ পাট মজুদ হিসাবে পাওয়া যায়। সে অনুযায়ী (৩৮৬৫৩৬.৫-৯০০০০) বা ২৯৬৫৩৬.৫ মণ পাট ঘাটতি আছে। শাখার মজুদকৃত প্রতি মণ পাটের মূল্য ১৮০০ টাকা হিসাবে ঘাটতিকৃত ২৯৬৫৩৬.৫ মণ পাটের মূল্য (২৯৬৫৩৬.৫×১৮০০) বা ৫৩,৩৭,৬৫,৭০০ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৫.১)।

প্রতিষ্ঠানের ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে সর্বমোট ২১৩,৫২,৬৭,৭৫৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৫)।

অনিয়মের কারণ :

- বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৫; তারিখ ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর ক্রমিক ৪(বি) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

- রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বোর্ড সচিবালয়, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর স্মারক নং-প্রকা/পপস/৫৩৭/১৭, তাং-২৬/০৯/২০১৭ খ্রি. পাট খাতের ব্লককরণ নীতিমালা ২০১৭ এর ক্রমিক (ছ), (জ) এবং (ঝ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- অনুমোদনের শর্ত অনুযায়ী প্রতিটি রপ্তানি বিল হতে ৫% হারে কর্তনপূর্বক লোনে সিসি প্লেজ জমা করা হচ্ছে। এবং অতিরিক্ত জামানত হিসাবে মোট ব্লকতব্য ঋণের ৫%এফডিআর হিসাবে শাখায় লিয়েন রয়েছে। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ১৪.৬৫৬৮ একর জমির স্থানীয় বাজার মূল্য বেশি হওয়ায় তা শাখা কর্তৃক তাৎক্ষণিক বিক্রয় মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার নিয়মিত প্লেজ গোডাউন ভাড়া বীমা, যাচাই খরচ, বেল প্রস্তুত খরচ, এছাড়া ত্রৈমাসিক ব্যাংক সুদের সকল টাকা ঋণ গ্রহীতার প্লেজ ঋণ হতে কর্তন করা হয়। এভাবে কর্তন করার ফলে ডিপি ঘাটতি ও পাটের ঘাটতি হয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ১১/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে পত্র জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৩/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের ২৬/১২/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি পর্যালোচনা করে আপত্তিটি নিষ্পত্তিকল্পে ইতোমধ্যে গৃহীত কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য এবং যথাযথ প্রমাণক ও মতামতসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ রপ্তানি বিল হতে কিস্তির টাকা পরিশোধ না করে ৫% এফডিআর এর সুযোগ দেওয়া ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থী। কেননা ব্যাংককে এফডিআর বাবদ সুদ পরিশোধ করতে হচ্ছে এবং ব্লক ঋণের অর্থ অনাদায়ি থেকে যাচ্ছে। প্লেজকৃত মালামাল ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণে তালাবদ্ধ করে চাবি ব্যাংকের হেফাজতে রাখা হয় তা সত্ত্বেও নিরীক্ষা দল কর্তৃক সরেজমিন গুদাম পরিদর্শনে গুদামে পাট ঘাটতির বিষয়টি দেখা গেছে। পাট ঘাটতি রেখে পাটের উচ্চমূল্য ভিত্তিতে ঋণ হিসাবটি সমন্বয় করার বিষয়টি সঠিক নয়। সুদ ব্লক ও আসল ব্লক ঋণের টাকা আদায়ের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতিকৃত অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১৬

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ মঞ্জুরি, ব্লক ঋণের অর্থ নগদ উত্তোলন এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ২৬৭,০০,৬৮,৯৮৮ (দুইশত সাতষট্টি কোটি আটষট্টি হাজার নয়শত আটশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ মঞ্জুরি, ব্লক ঋণের অর্থ নগদ উত্তোলন এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের ২৬৭,০০,৬৮,৯৮৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

দৌলতপুর কর্পোরেট শাখার ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স ঢাকা ট্রেডিং হাউজ লিমিটেড এর ব্লক ও সিসি (প্লেজ) ঋণ মঞ্জুরি সংক্রান্ত নথি, হিসাব বিবরণী, স্টোর রেজিস্টার, গুদাম পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ডকুমেন্টস ফাইল পর্যালোচনায় দেখা যায়, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, শিল্প ঋণ বিভাগ, ঢাকার এর পত্র নং-প্রকা/শিঋবি/২০১৬/৫৩০; তারিখ ০২/০৫/২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে সিসি প্লেজ আসল ঋণ বাবদ ৩৫,০০,০০,০০০ টাকা ব্লক সহায়ক মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং- ১(গ) মোতাবেক ডাউন পেমেন্ট এর ৫০,০০,০০০ টাকা পরিশোধের নির্দেশনা থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি।

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৭/১২২১; তারিখ ২৫/১০/২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে ১৬৫,২৯,০০,০০০ টাকা ব্লক ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং ১ অনুযায়ী হালনাগাদ স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য সিআইবি রিপোর্ট ও ক্রেডিট রিপোর্ট গ্রহণপূর্বক নতুন ঋণ বিতরণ করতে হবে। বিআরপিডি সাকুলার নং- ১৫, তারিখ ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. ক্রমিক নং -০৪(বি) অনুযায়ী ঋণ পুনঃতফসিলকরণের ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট নেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। আলোচ্যক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্ট ও ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ ব্যতীত উক্ত ব্লক ঋণ বিতরণ করায় ঋণ হিসাবটিতে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে অনাদায়জনিত ক্ষতির পরিমাণ ২২৯,০৭,০৫,৮৪১ টাকা।

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, শিল্প ঋণ বিভাগ এর পত্র নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৯/১২৭৩; তারিখ: ৩০/০৯/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে ৩৫,০০,০০,০০০ টাকার সিসি (প্লেজ) ঋণ ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. মেয়াদে নবায়ন প্রদান করা হয়। ঋণ গ্রহীতা ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৮১৪৬০ বেল বা (৮১৪৬০ × ৩.৫) মণ বা ২,৮৫,১১০ মণ (প্রতি বেল বা ৩.৫ মণ হিসাবে) পাট রপ্তানি করেন। কিন্তু মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং- ৪ অনুযায়ী পাট খাতের ঋণ ব্লককরণ নীতিমালা- ২০১৭ লঙ্ঘন করে ব্লককরণের মরাটরিয়াম পিরিয়ড উল্লীণের পরেও প্রতি রপ্তানি/বিক্রয় বিল হতে বিল মূল্যের ৫% কর্তন করে ব্লক হিসাবে জমা করা হয়নি। ফলে সিসি (প্লেজ) ঋণ হিসাবে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে অনাদায়জনিত ক্ষতির পরিমাণ ৩৭,৯৩,৬৩,১৪৭ টাকা।

ব্লক ঋণ হিসাব থেকে ৩৫,০০,০০,০০০ টাকা সিসি প্লেজ হিসাব নং- ৪৯০০০০৭১৮ এ ক্রেডিট হওয়ার কথা থাকলেও তা না করে ব্যাংক কর্তৃক মেসার্স ঢাকা ট্রেডিং হাউজ লিমিটেড এর চলতি হিসাব নং-২০০০৩০৯২৫ এ উল্লিখিত টাকা ০৫/০৫/২০১৬ খ্রি. তারিখে স্থানান্তর করা হয়। উক্ত হিসাব হতে একই তারিখে চেক নং- ২৩৪৯৮৪২, ২৩৪৯৮৯০ ও ২৩৪৯৮৪৩ এর মাধ্যমে যথাক্রমে ২,৪৫,০০,০০০, ৫০,০০,০০০, ৩৫,০০,০০০ টাকা নগদ উত্তোলন এবং ৩১,৬৯,৯৯,৪০৭ টাকা স্থানান্তর করা হয়। অর্থাৎ ব্লক ঋণের অর্থ নগদ উত্তোলনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

ব্যাংকের স্টক রেজিস্টার অনুযায়ী মোট ২,৫৭,৬১৬ মণ পাটের উল্লেখ থাকলেও নিরীক্ষা দল কর্তৃক সরেজমিন গুদাম পরিদর্শনে গুদামে ৬৭,০০০ মণ পাট পাওয়া গেছে। সে অনুযায়ী (২,৫৭,৬১৬-৬৭,০০০) বা ১,৯০,৬১৬ মণ পাট ঘাটতি আছে। যার আর্থিক মূল্য (১,৯০,৬১৬ × ১৮০০) বা ৩৪,৩১,০৮,৮০০ টাকা (প্লেজের সময় ব্যাংকের রক্ষিত প্রতি মণ পাটের আর্থিক মূল্য ১৮০০ টাকা হিসাবে)। উল্লেখ্য, ২৩/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে ব্লক সুবিধা কার্যকর করার পূর্বের প্লেজকৃত পাটের কোন ডকুমেন্ট ব্যাংক হতে পাওয়া যায়নি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৬.১)।

ব্লক সুবিধা প্রদানের পরই এক সপ্তাহ ব্যবধানে ২৩/১১/২০১৭, ২৯/১১/২০১৭ ও ৩০/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে যথাক্রমে ১৯,০০,০০,০০০ টাকা, ২,৫৯,৫৫,০০০ টাকা ও ১০,৫০,০০,০০০ টাকাসহ সর্বমোট ৩২,০৯,৫৫,০০০ টাকা যার ১০০% (২০% মার্জিনসহ) হিসাবে ৪০,১১,৯৩,৭৫০ টাকার ২,২২,৮৮৫ মণ পাট প্লেজমেন্ট দেখানো হয়েছে (প্রতি মণ ১৮০০ টাকা হিসাবে)। এক্ষেত্রে মোট ২,২২,৮৮৫ ÷ ২৫০ মণ বা ৮৯২টি ট্রাক/গাড়ি প্রয়োজন (প্রতি ট্রাকে ২৫০ মণ পাট ধারণ ক্ষমতা হিসাবে) যা বাস্তবে অসম্ভব। এক্ষেত্রে শাখা কর্তৃক ট্রাক ভাড়া বাবদ প্রদেয় অর্থ এবং কোন কোন উৎস হতে পাট ক্রয় করা হয়েছে তার কোন ডকুমেন্ট পাওয়া যায়নি। মূলত পাট প্লেজমেন্ট না নিয়ে সিসি (প্লেজ) হিসাব হতে অর্থ উত্তোলনের সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে সর্বমোট অনাদায়জনিত ক্ষতির পরিমাণ (২২৯,০৭,০৫,৮৪১+ ৩৭,৯৩,৬৩,১৪৭) বা ২৬৭,০০,৬৮,৯৮৮ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৬)।

অনিয়মের কারণ :

- রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, শিল্প ঋণ বিভাগ, ঢাকার এর পত্র নং-প্রকা/শিক্ষবি/২০১৬/৫৩০; তারিখ: ০২/০৫/২০১৬ খ্রি. শর্ত ক্রমিক নং- ১(গ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- রূপালী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/শিক্ষবি/২০১৭/১২২১; তারিখ: ২৫/১০/২০১৬ খ্রি. এর মূল শর্তাবলির ক্রমিক নং ১ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- ব্লক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার নং- ১৫; তারিখ: ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর ক্রমিক নং- ০৪(বি) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, শিল্প ঋণ বিভাগ এর পত্র নং- প্রকা/শিক্ষবি/২০১৯/১২৭৩; তারিখ: ৩০/০৯/২০১৯ খ্রি. শর্তাবলির ক্রমিক নং- ৪ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সিআইবিতে উল্লিখিত অন্যান্য ব্যাংকের শ্রেণিকৃত লোনের উপর মহামান্য হাইকোর্টের স্টে-অর্ডার রয়েছে। তাই অত্র শাখায় তার মেয়াদী ও চলমান প্লেজ ঋণ নিয়মিত থাকায় বিতরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার নিয়মিত সিসি প্লেজের গোড়াউন ভাড়া, বীমা, যাচাই খরচ বেল প্রস্তুত খরচ এছাড়া ত্রৈমাসিক ব্যাংক সুদের সকল টাকা গ্রহীতার প্লেজ ঋণ হতে কর্তন করা হয়। এভাবে কর্তন করা ডিপি ঘাটতি ও পাটের ঘাটতি হয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ১১/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে পত্র জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৩/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের ২৬/১২/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি পর্যালোচনা করে আপত্তিটি নিষ্পত্তিকল্পে ইতোমধ্যে গৃহীত কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য এবং যথাযথ প্রমাণক ও মতামতসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। মহামান্য হাইকোর্টের স্টে-অর্ডার থাকা অবস্থায় ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্লেজকৃত মালামাল ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণে তালাবদ্ধ করে চাবি ব্যাংকের হেফাজতে রাখা হয় তা সত্ত্বেও নিরীক্ষা দল কর্তৃক সরেজমিন গুদাম পরিদর্শনে গুদামে পাট ঘাটতির বিষয়টি পাওয়া গেছে। পাট ঘাটতি রেখে পাটের উচ্চমূল্য ভিত্তিতে ঋণ হিসাবটি সমন্বয় করার বিষয়টি সঠিক নয়। সুদ ব্লক ও আসল ব্লক ঋণের টাকা আদায়ের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতিকৃত অনাদায় ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১৭

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ ব্লক সহায়ক ও সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুরি ও সিসি (প্লেজ) গুদামে পাটের ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের ৩২০,১১,৩০,৩৬৭ (তিনশত বিশ কোটি এগারো লক্ষ ত্রিশ হাজার তিনশত সাতষট্টি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরের মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ ব্লক সহায়ক ও সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুরি ও সিসি (প্লেজ) গুদামে পাটের ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের ৩২০,১১,৩০,৩৬৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

দৌলতপুর কর্পোরেট শাখার ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স উত্তরা পাট সংস্থা, প্রোঃ মোঃ রবিউল আহসান এর ব্লক ও সিসি (প্লেজ) ঋণ মঞ্জুরি প্রস্তাব সংক্রান্ত নথি, পাট খাতের ঋণ ব্লককরণ নীতিমালা, গুদাম লেজার, স্টক কার্ড এবং ডকুমেন্টস ফাইল পর্যালোচনায় দেখা যায়, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, শিল্প ঋণ বিভাগ এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/শিখবি/২০১৭/১২০২, তারিখ: ২২/১০/২০১৭ খ্রি. এর মাধ্যমে ২৩৩,৮১,০০,০০০ টাকার ব্লক ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

বিআরপিডি সাকুলার নং- ১৫, তারিখ ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর ক্রমিক ০৪(বি) অনুযায়ী পুনঃতফসিলকরণের ক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ এবং রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বোর্ড সচিবালয়, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর স্মারক নং-প্রকা/পপস/৫৩৭/১৭, তারিখ: ২৬/০৯/২০১৭ খ্রি. এ পাট খাতের ঋণ ব্লককরণ নীতিমালা-২০১৭ এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- (ছ) অনুমোদন কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী ০২ বছর মরাটরিয়াম পিরিয়ড হিসেবে গণ্য হবে ও ক্রমিক নং (জ) মোতাবেক প্রতি রপ্তানি/বিক্রয় বিল হতে বিল মূল্যের ৫% কর্তনপূর্বক ব্লক হিসাবে জমা করার এবং পর পর দুটি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে অনাদায়ী টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে হিসাবটিতে ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ না করে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে এবং অন্যান্য শর্ত ও নির্দেশনা পরিপালন করা হয়নি।

পাট খাতের ঋণ ব্লককরণ নীতিমালা-২০১৭ এর শর্তাবলির ক্রমিক নং (ঝ) অনুযায়ী নতুন সৃষ্ট ব্লক ঋণের মোট স্থিতির বিপরীতে ৪০% সহায়ক জামানত গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। সহায়ক জামানত হিসেবে বন্ধকীকৃত ২১.৬৬২৯ একর জমি ব্যাংক কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে ৯৭,০০,০০,০০০ টাকা কিন্তু মৌজা রেট অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তির মূল্য মাত্র ৩,১৯,২৬,৫৬৫ টাকা। অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে (৯৭,০০,০০,০০০-৩,১৯,২৬,৫৬৫) বা ৯৩,৮০,৭৩,৪৩৫ টাকা। প্রায় ৩০ গুণ বৃদ্ধি করে উক্ত সম্পত্তির মূল্যায়ন করা হয়েছে। ব্লক ঋণ হিসাবে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. মেয়াদে ৩২০,১১,৩০,৩৬৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ব্যাংকের মজুদ রেজিস্টার অনুযায়ী সর্বমোট ১,৬১,২৬৯ বেল কাঁচা পাট বা (১৬১২৬৯ × ৩.৫) বা ৫,৬৪,৪৪১.৫ মণ পাট মজুদ আছে (যার প্রতি বেল বা ৩.৫ মণ হিসাবে)। ১৪/০৩/২০২১ খ্রি. তারিখে নিরীক্ষা দল কর্তৃক সরেজমিন গুদাম পরিদর্শনে গুদামে মোট ১,৬৯,৫৩৮ মণ পাট মজুদ আছে হিসাবে দেখা যায়। সে অনুযায়ী (৫,৬৪,৪৪১.৫- ১,৬৯,৫৩৮) বা ৩,৯৪,৯০৩.৫ মণ পাট ঘাটতি আছে যার মূল্য (৩,৯৪,৯০৩.৫ × ১৭০০) বা ৬৭,১৩,৩৫,৯৫০ টাকা, যা ডিপি ঘাটতি হিসাবে বিবেচিত (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৭.১)।

প্রতিষ্ঠানের ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে সর্বমোট ৩২০,১১,৩০,৩৬৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৭)।

অনিয়মের কারণ :

- বিআরপিডি সাকুলার নং- ১৫; তারিখ ২৩/০৯/২০১২ খ্রি. এর ক্রমিক ০৪(বি) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বোর্ড সচিবালয়, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর স্মারক নং-প্রকা/পপস/৫৩৭/১৭, তাঃ ২৬/০৯/২০১৭ খ্রি. মোতাবেক পাট খাতের ব্লককরণ নীতিমালা ২০১৭ এর ক্রমিক (ছ), (জ) এবং (ঝ) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সকল জমি স্থানীয় বাজার মূল্য বেশি হওয়ায় তা শাখা কর্তৃক তাৎক্ষণিক বিক্রয় মূল্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বর্তমান পাটের বাজারদর বেশি হওয়ায় তাঁর সমুদয় পাট বিক্রি করলে টাকা পরিশোধ করা সম্ভব। প্রতিটি রপ্তানি বিল হতে ৫% হারে কর্তনপূর্বক লোনে সিসি প্লেজ জমা করা এবং অতিরিক্ত ৫% এফডিআর করে জমা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার নিয়মিত প্লেজের গোডাউন ভাড়া বীমা, যাচাই খরচ, বেল প্রস্তুত খরচ, এছাড়া ত্রৈমাসিক ব্যাংক সুদের সকল টাকা ঋণ গ্রহীতার প্লেজ ঋণ হতে কর্তন করা হয়। এভাবে কর্তন করার ফলে ডিপি ঘাটতি ও পাটের ঘাটতি হয়েছে।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ১১/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে পত্র জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৩/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের ২৬/১২/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি পর্যালোচনা করে আপত্তিটি নিষ্পত্তিকল্পে ইতোমধ্যে গৃহীত কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য এবং যথাযথ প্রমাণক ও মতামতসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। মৌজা রেট অনুযায়ী প্রায় ৩০ গুণ বৃদ্ধি করে উক্ত সম্পত্তির মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্লেজকৃত মালামাল ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণে তালাবদ্ধ করে চাবি ব্যাংকের হেফাজতে রাখা হয় তা সত্ত্বেও নিরীক্ষা দল কর্তৃক সরেজমিন গুদাম পরিদর্শনে গুদামে পাট ঘাটতির বিষয়টি দেখা গেছে। পাট ঘাটতি রেখে পাটের উচ্চমূল্য ভিত্তিতে ঋণ হিসাবটি সমন্বয় করার বিষয়টি সঠিক নয়। রপ্তানি বিল হতে কিস্তির টাকা পরিশোধ না করে ৫% এফডিআর এর সুযোগ দেওয়া ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী। কেননা ব্যাংককে এফডিআর বাবদ সুদ পরিশোধ করতে হচ্ছে এবং ব্লক ঋণের অর্থ অনাদায়ি থেকে যাচ্ছে। সুদ ব্লক ও আসল ব্লক ঋণের টাকা আদায়ের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতিকৃত অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১৮

শিরোনাম : সিসি (প্লেজ) ঋণ নবায়নের শর্ত লঙ্ঘন এবং গুদামে পাটের ঘাটতি থাকায় ৫৩,৬১,৩৭,৮৯২ (তিপ্পান্ন কোটি একষাট লক্ষ সাইত্রিশ হাজার আটশত বিরানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা এর ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছরে সিসি (প্লেজ) ঋণ নবায়নের শর্ত লঙ্ঘন এবং গুদামে পাটের ঘাটতি থাকায় ৫৩,৬১,৩৭,৮৯২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনার ঋণ গ্রহীতা মেসার্স সনি জুট এর সিসি (প্লেজ) ও ব্লক ঋণের নথি, হিসাব বিবরণী, স্টক রেজিস্টার, যোগাযোগ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৭/১১৪৯; তারিখ: ২৮/০৯/২০১৭ খ্রি. এর মাধ্যমে ৩১,৯১,৯৪,৪৮৬ টাকা ব্লক সুবিধা প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের অন্যান্য শর্তাবলির পরিশোধ পদ্ধতি মোতাবেক প্রতি রপ্তানি বিল/বিক্রয় বিল হতে ৫% কর্তন করে ব্লক হিসাবে জমা করতে হবে। কর্তনকৃত অর্থ দ্বারা যদি ব্লক হিসাবে ত্রৈমাসিক কিস্তি সমন্বিত না হয় তাহলে ঘাটতি অর্থ ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ করতে হবে। পর পর ০২ (দুই) টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্লক সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সকল ঋণের সমুদয় বকেয়া আদায়ের জন্য ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু মরাটেরিয়াম পিরিয়ড ২৭/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে শেষ হলেও মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালন না করে উক্ত ঋণ হিসাবটিতে কোনো কিস্তির টাকা জমা প্রদান করা হয়নি এবং পর পর ০২(দুই)টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলেও ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ঋণ হিসাবটিতে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে অনাদায়জনিত ক্ষতির পরিমাণ ৪১,৫৮,৮২,১৩৪ টাকা।

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৯/১০৮৪; তারিখ: ১৯/০৮/২০১৯ খ্রি. এর মাধ্যমে ১০,৮৭,০০,০০০ টাকা সিসি (প্লেজ) ঋণ ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মেয়াদে নবায়ন প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলির ক্রমিক নং খ(৫) মোতাবেক গ্রাহকের ঋণ হিসাবে কোনো অবস্থাতেই সীমিতরিক্ত ঋণ প্রদান করা যাবে না। ব্যাংকের প্রচলিত ঋণ নিয়মাচার পরিপালন করতে হবে। ক্রমিক নং খ(৬) মোতাবেক গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের নামীয় স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য ক্রিন সিআইবি রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে অনুমোদন কার্যকর হবে। ক্রমিক নং খ(৭) মোতাবেক গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ক্রেডিট রেটিং রিপোর্ট গ্রহণ করে ঋণ বিতরণ করতে হবে। কিন্তু মঞ্জুরিপত্রের উল্লিখিত শর্তাবলি লঙ্ঘন করে উক্ত ঋণ নবায়ন করা হয়েছে। উক্ত ঋণ হিসাবে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে সুদাসলে ১২,০২,৫৫,৭৫৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

ব্যাংকের স্টক রেজিস্টার অনুযায়ী গোডাউনে মোট ৭৬৮৮১ মণ পাটের উল্লেখ আছে। কিন্তু নিরীক্ষা দল কর্তৃক সরেজমিন গুদাম পরিদর্শনে গুদামে ৩১২৫০ মণ পাট মজুদ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ঘাটতিকৃত পাটের পরিমাণ (৭৬৮৮১-৩১২৫০) বা ৪৫৬৩১ মণ। যার আর্থিক মূল্য (৪৫৬৩১ × ১৮০০) বা ৮,২১,৩৫,৮০০ টাকা (প্রতি মণ ১৮০০ টাকা হিসাবে) (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৮.১)।

প্রতিষ্ঠানের ৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে সর্বমোট (১২,০২,৫৫,৭৫৮ + ৪১,৫৮,৮২,১৩৪) বা ৫৩,৬১,৩৭,৮৯২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৮)।

অনিয়মের কারণ :

- রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৭/১১৪৯; তারিখ: ২৮/০৯/২০১৭ খ্রি. এর অন্যান্য শর্তাবলির পরিশোধ পদ্ধতি: এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
- রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরিপত্র নং- প্রকা/শিঋবি/২০১৯/১০৮৪; তারিখ: ১৯/০৮/২০১৯ খ্রি. এর শর্তাবলির ক্রমিক নং- খ(৫), খ(৬), খ(৭) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ২০১৪ সালের সুদ ব্লক ও ২০১৫ সালের আসল ব্লক একত্রে ২০১৭ সালে পুনরায় সরকার পাট খাতের চলমান আর্থিক সংকট নিরসনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সূত্র নং- ৫৩.০০.০০০.৩৩১.৩৬. ০০২.১৭-১০৯ তারিখ: ২৪/০৪/২০১৭ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী বিআরপিডি পত্র নং -০৩, ০২.০৫.২০১৭ ও সূত্র নং বিআরপিডি (এফআই) ২৬০ (খ) ২০১৭/১৯৩০; তাঃ ১৯/০২/২০১৭ খ্রি. এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রধান কার্যালয়ের শিল্প ঋণ বিভাগের অনুমোদনের আলোকে আলোচ্য ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে ৩১.৯২ কোটি টাকার ঋণ ব্লক করা হয়। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ এর কারণে গ্রাহক ভালভাবে ব্যবসা করতে পারেনি। গ্রাহক নিজস্ব উৎস হতে বীমা করতে সক্ষম ছিলেন না। তাছাড়া বর্তমানে পাটের বাজার দরও বেশী তাই ঘাটতি নেই।
- উল্লিখিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ১১/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে পত্র জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৩/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয়ের ২৬/১২/২০২১ খ্রি. তারিখের জবাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বাস্তবতার নিরিখে শাখার ঋণ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে RSD, Flood Riot এর বীমা পলিসি গ্রহণ এবং কিস্তি আদায়ের জন্য সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

প্রতিষ্ঠানের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ প্লেজকৃত মালামাল ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণে তালাবদ্ধ করে চাবি ব্যাংকের হেফাজতে রাখা হয় তা সত্ত্বেও নিরীক্ষা দল কর্তৃক সরেজমিন গুদাম পরিদর্শনে গুদামে পাট ঘাটতির বিষয়টি দেখা গেছে। পাট ঘাটতি রেখে পাটের উচ্চমূল্য ভিত্তিতে ঋণ হিসাবটি সমন্বয় করার বিষয়টি সঠিক নয়। সুদ ব্লক ও আসল ব্লক ঋণের টাকা আদায়ের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আর্থিক ক্ষতিকৃত অনাদায়ি ঋণের টাকা আদায় করা আবশ্যিক।

তারিখ: ১১.১১.১৪১০ বঙ্গাব্দ
১৬.৫.২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
দৌলতপুর কলেজ রোড শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন ও গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

ঋণ গ্রহীতার নাম	ঋণের প্রকৃতি	হিসাব নং	মঞ্জুরিকৃত ঋণ সীমা (টাকা)	সর্বশেষ ঋণ মঞ্জুর/নবায়নের নং ও তাং	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
মেসার্স অনিক জুট ইন্টারন্যাশনাল, প্রো : জনাব এস এম নূরুল হক	প্লেজ	২৭০৯৪৩৭০০০৮৯৫	১২,০০,০০,০০০	নং- ৬০২, তাং ০২/০৩/২০১৬ খ্রি.	৩১/০৭/১৬ খ্রি.
	৫ বছরের সুদ ব্লক	২৭০৯৪৪১০০০০৩৫	৯,০৯,৬৬,০০০	নং- ১৬২০৩, তাং ২৭/১০/১৪ খ্রি.	৩১/০৮/১৯ খ্রি.
	৫ ত্রৈমাসিক সুদ ব্লক	২৭০৯৪৪১০০০০৬৬	২,০৯,৮৬,০০০	মঞ্জুরিপত্র নাই	-

০৭/০১/২০২১ খ্রি. তারিখে সুদাসলে অনাদায়ী (টাকা)	স্টক/ প্লেজ রেজিস্টার অনুযায়ী প্লেজকৃত মালামালের পরিমাণ ও মূল্য	শাখা কর্তৃক গুদাম পরিদর্শনের তারিখ ও প্রাপ্ত পাটের পরিমাণ	গুদামে ঘাটিকৃত পাটের পরিমাণ
৭	৮	৯	১০
১৭,৬৬,৭১,৬৭২	৬৩৪৯০ মণ পাট মূল্য ১৩,৩৩,২৯,০০০	১৭/০৯/২০১৯ খ্রি. আনুমানিক ১০০ মণ	৬৩৩৯০ মণ
১১,১৮,৪১,৩১২			
২,২৪,৯২,৫৫৮			
৩১,১০,০৫,৫৪২			
কথায় : (একত্রিশ কোটি দশ লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশত বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ।			

সহায়ক জামানতের বিবরণী			মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষের নাম
ঋণ মঞ্জুরকালীন সময় জমির পরিমাণ ও মূল্য (টাকা)	বর্তমানে জমির পরিমাণ ও মূল্য (টাকা)	অতিরিক্ত মূল্যায়ন (টাকা)	
১১	১২	১৩	১৪
২০০.০০ শতাংশ মূল্য : ৩,৬৫,২০,০০০	২০০.০০ শতাংশ মূল্য : ৯৫,৩০,০০০	২,৫৮,০০,০০০	জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম, (ব্যবস্থাপক)

পরিশিষ্ট : ০২

অনুচ্ছেদ : ০২

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
দৌলতপুর কলেজ রোড শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন ও গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

ঋণ গ্রহীতার নাম	ঋণের প্রকৃতি	হিসাব নং	মঞ্জুরিকৃত ঋণ সীমা (টাকা)	সর্বশেষ ঋণ মঞ্জুরি/ নবায়নের নং ও তাং	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
মেসার্স সানরাইজ ইন্টারন্যাশনাল প্রোঃ জনাব যোগেশ চন্দ্র দাশ	সিসি (প্লেজ)	২৭০৯৪৩৭০০০১০৫	১২,০০,০০,০০০	নং-১০০৩, তাং ১৩/০৪/১৬ খ্রি.	৩১/০৭/১৬ খ্রি.
	০৫ বছরের সুদ ব্রক	২৭০৯৪৪১০০০০৩৬	৮,১৭,৪৭,০০০	নং-১৭৯৩৩, তাং ২৬/১১/১৪ খ্রি.	৩১/০৮/১৯ খ্রি.
	০৫ ত্রৈমাসিক সুদ ব্রক	২৭০৯৪৪১০০০০৫০	২,২৩,৫১,০০০	মঞ্জুরিপত্র নাই	-

৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে সুদাসলে অনাদায়ী (টাকা)	স্টক/ প্লেজ রেজিস্টার অনুযায়ী প্লেজকৃত মালামালের পরিমাণ	শাখায় রক্ষিত সর্বশেষ প্লেজ গুদামের মজুদকৃত পাট হতে বিক্রয়ের পরিমাণ	গুদামে ঘাটতিকৃত পাটের পরিমাণ
৮	৯	১০	(৯-১০)=১১
১৫,৯৮,৯৩,৩৮৪	৭৬১৯০ মণ	৬১১ মণ	৭৫৫৭৯ মণ
১০,০৩,৪৩,১১৪			
২,৩৯,৫৫,৫৪৯			
২৮,৪১,৯২,০৪৭			
কথায় : (আটাশ কোটি একচল্লিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার সাতচল্লিশ টাকা মাত্র) ।			

পরিশিষ্ট : ০৩

অনুচ্ছেদ : ০৩

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
দৌলতপুর কলেজ রোড শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

সিসি (প্লেজ) ঋণের মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ব্লক সুবিধা প্রদান এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির
বিবরণী

ক্রঃ নং	ঋণ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ঋণ মঞ্জুরিপত্র নং তাং	ঋণের প্রকৃতি	ঋণের উদ্দেশ্য	লিমিট(টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মেসার্স আলীফ জুট ট্রেডিং হিসাব নং : ২৭০৯৪৩৭০০০৬০৭ প্রোঃ হোসেন মোহাম্মদ শহীদুল ঠিকানা : দৌলতপুর, খুলনা।	প্রকা/সাক্ষবি/৬২৫; তারিখ : ০২/০৩/২০১৬	সিসি (প্লেজ)	পাট ব্যবসা	১৫,০০,০০,০০০
২	হিসাব নং : ২৭০৯৪৪১০০০০৪৬	প্রকা/সাক্ষবি/পাট/বিএম/১৮৪২৪; তারিখ : ০৪/১২/২০১৪	সুদবাহী প্লেজ (ব্লক)	পাট ব্যবসা	৯,৩৭,০০,০০০
৩	হিসাব নং : ২৭০৯৪৪১০০০০৫১	নাই	সুদবাহী প্লেজ (ব্লক)	পাট ব্যবসা	২,৩৬,৫৫,০০০

সুদের হার	ঋণ বিতরণের /নবায়নের তাং	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ (টাকা)			০৭/০১/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত মোট আদায়
৭	৮	৯	আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ	
১০(ক)	১০(খ)	১০(গ)	১১			
১৩%	০২/০৩/২০১৬	৩১/৭/২০১৬	২,৬২,০০,৮০০	৫১,১৬,৩৫০	২,৩৬,৭৪,১১৩	৫,৪৯,৯১,২৬৩
৯%	৩০/১২/২০১৪	৩১/৮/২০২৪	০	০	০	০
৯%	১৯/৪/২০১৬	৩১/৭/২০১৬	০	০	০	০
মোট			২,৬২,০০,৮০০	৫১,১৬,৩৫০	২,৩৬,৭৪,১১৩	৫,৪৯,৯১,২৬৩

আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ			০৭/০১/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত মোট অনাদায়
আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ	
১২(ক)	১২(খ)	১২(গ)	১৩
১৪,৯৯,৩৬,০১৬	৬,৩৫,২০,২৮৭	৬৬,৮৩,৭৯৬	২২,০১,৪০,০৯৯
৯,৩৭,৯০,০০০	২,০৮,৯২,৫৭৩	২৫,০০০	১১,৪৭,০৭,৫৭৩
২,৩৬,৫৫,০০০	১৬,৯৮,১৬১	০	২,৫৩,৫৩,১৬১
২৬,৭৩,৮১,০১৬	৮,৬১,১১,০২১	৬৭,০৮,৭৯৬	৩৬,০২,০০,৮৩৩

কথায় : (ছত্রিশ কোটি দুই লক্ষ আটশত তেত্রিশ টাকা মাত্র)।

জামানত ও মূল্যায়ন	মন্তব্য
১৪	১৫
প্রাথমিক জামানত : প্লেজকৃত পাট। সহায়ক জামানত : সুদসহ ৫,১৬,৩০,০০০ টাকার এফ ডি আর। ব্লক হিসাবের ক্ষেত্রে ১টি তফশিলে ০.৭৫ একর জমি যার ব্যাংক কর্তৃক তাৎক্ষণিক মূল্য ৩,৭৮,০০,০০০ টাকা।	শাখার স্টক রেজিস্টারে ৯৫২৩৬ মণ পাট মজুদ থাকার কথা থাকলেও শাখা কর্তৃক ২১/০৭/২০২০ খ্রি. তারিখের গুদাম পরিদর্শন রিপোর্টে গুদামে পাট মজুদের পরিমাণ উল্লিখিত পরিমাণের আনুমানিক ৩-৪%।

পরিশিষ্ট : ০৪

অনুচ্ছেদ : ০৪

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
খালিশপুর শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

ঋণ সীমা বৃদ্ধি, সহজামানতের অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুর এবং সিসি (প্লেজ) গুদামে মজুদকৃত পাট ঘাটতি হওয়ায়
 ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

ঋণ গ্রহীতার নাম ও হিসাব নং	ঋণের প্রকৃতি	মঞ্জুরিকৃত ঋণ সীমা (টাকা)	সর্বশেষ ঋণ মঞ্জুরি/নবায়নের নং ও তাং	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ
১	২	৩	৪	৫
মেসার্স বাবুল জুট ট্রেডিং প্রোঃ জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম বাবুল; হিসাব নং : ২৭১৪২১৪০০০০৪৮	প্লেজ	১৫,০০,০০,০০০	নং- ১১৪২৯, তাং ১৬/০৯/২০১৫ খ্রি.	৩১/০৭/২০১৬ খ্রি.

৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে সুদাসলে অনাদায়ি (টাকা)	স্টক/ প্লেজ রেজিস্টার অনুযায়ী প্লেজকৃত মালামালের পরিমাণ ও মূল্য (টাকা)	শাখায় প্রতিবেদন অনুযায়ী প্লেজ গুদামের মজুদকৃত সর্বশেষ পাট বিক্রয়ের তারিখ, পরিমাণ ও মূল্য (টাকা)	গুদামে ঘাটতিকৃত পাটের পরিমাণ
৮	৯	১১	১২
১৭,৯২,৩৪,১৫৯	১২৫৯২৯ মণ পাট মূল্য : ১৯,৮২,৬৭,৬৪০	১৪/০৭/১৯-২৩/০৭/১৯ ৬৮৯২ মণ মূল্য : ৫৯,০০,০০০	১১৯০৩৭ মণ
কথায় : (সতেরো কোটি বিরানব্বই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একশত ঊনষাট টাকা মাত্র)।			

সহায়ক জামানতের বিবরণী			মূল্যায়নকারী কর্তৃপক্ষের নাম
ঋণ মঞ্জুরকালীন সময় জমির পরিমাণ ও মূল্য (টাকা)	বর্তমানে জমির পরিমাণ ও মূল্য (টাকা)	অতিরিক্ত মূল্যায়ন (টাকা)	
১৬	১৭	১৮	১৯
৩০৮.২০ শতাংশ মূল্য : ৪,১৮,৩১,০০০	৩০৮.২০ শতাংশ মূল্য : ৪৩,২৭,০০০	৩,৭৫,০৪,০০০	জনাব শেখ মাহাতাব উদ্দীন, (শাখা ব্যবস্থাপক)

পরিশিষ্ট : ০৫

অনুচ্ছেদ : ০৫

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
খালিশপুর শাখা, খুলনা

নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক সিসি (প্লেজ) ঋণ নবায়ন এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

ক্রঃ নং	ঋণ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ঋণ মঞ্জুরিপত্র নং তাং	ঋণের প্রকৃতি	ঋণের উদ্দেশ্য	লিমিট (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মেসার্স পাপেন জুট ট্রেডিং হিসাব নং : ২৭১৪২১৪০০০০৯৪ প্রোঃ মোঃ কোরবান আলী ঠিকানা : মহসিন মোড়, দৌলতপুর, খুলনা।	প্রকা/সাক্ষবি/পাট/৬০১ তারিখ: ০২/০৩/২০১৬	সিসি (প্লেজ)	পাট ব্যবসা	৫,০০,০০,০০০
২	হিসাব নং : ২৭১৪২০১০০০০৩৩৬	নাই	(ব্লক) ১০ বছরের সুদবাহী হাইপোঃ	পাট ব্যবসা	১,৮৮,৬১,০০০
৩	হিসাব নং : ২৭১৪৪৪১০০০০০১	নাই	সুদবাহী প্লেজ (ব্লক)	পাট ব্যবসা	৯২,২৪,০০০
মোট					৭,৮০,৮৫,০০০

সুদের হার	ঋণ বিতরণের তাং	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ (টাকা)			৩১/১২/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মোট আদায় (টাকা)
৭	৮	৯	আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ	১১
১৩%	০২/৩/২০১৬	৩১/৭/২০১৬	১০(ক)	১০(খ)	১০(গ)	১১
১৩%	০২/৩/২০১৬	৩১/৭/২০১৬	১৫৪০০০০০	২১৬৩৬৫৮	১০৮৫২৬৭৮	২৮৪১৬৩৩৬
৯%	০২/১১/২০১৪	০১/১১/২০২৪	০	০	০	০
৯%	১৮/৪/২০১৬	৩১/৭/২০১৬	৩৭৫৩৫১৭	২৪৬৪৮৩	০	৪০০০০০০
মোট			১৯১৫৩৫১৭	২৪১০১৪১	১০৮৫২৬৭৮	৩২৪১৬৩৩৬

৩১/১২/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ (টাকা)			৩১/১২/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মোট অনাদায় (টাকা)
আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ	
১২(ক)	১২(খ)	১২(গ)	১৩
১,৪৬,০০,০০০	৩,৩৯,৪১,৯২৮	১,১৫,৩৪,৫৫১	৬,০০,৭৬,৪৭৯
১,৮৮,৬১,০০০	৬৯,০৭,১১৯	৭১,০০০	২,৫৮,৩৯,১১৯
৫৪,৭০,৩৭৭	৫,৮৮,১৩৬	১২,০০০	৬০,৭০,৫১৩
৩,৮৯,৩১,৩৭৭	৪,১৪,৩৭,১৮৩	১,১৬,১৭,৫৫১	৯,১৯,৮৬,১১১
কথায় : (নয় কোটি উনিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশত এগারো টাকা মাত্র)।			

জামানত ও মূল্যায়ন	মন্তব্য
১৪	১৫
প্রাথমিক জামানত : প্লেজকৃত পাট, সহায়ক জামানত : এফডিআর=৮২,২৬,০০০	স্টক রেজিস্টারে সিসি (প্লেজ) গুদামে ৩৭০৪৩ মণ পাট থাকার কথা থাকলেও গুদামে কোন পাট মজুদ নাই।
ব্যাংক কর্তৃক মূল্যায়িত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক ৮.২৮ শতাংশ যার তাৎক্ষণিক বিক্রি মূল্য ৯৯,৬৬,০০০ টাকা।	

পরিশিষ্ট : ০৬

অনুচ্ছেদ : ০৬

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ প্রদান করায় এবং শর্তানুযায়ী যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ না করায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

ঋণ গ্রহীতার নাম	ঋণের প্রকৃতি	হিসাব নং	মঞ্জুরিকৃত ঋণ সীমা (টাকা)	সর্বশেষ ঋণ নবায়নের/ মঞ্জুরি নং ও তাং
১	২	৩	৪	৫
মেসার্স এফ আর জুট ট্রেডিং কোং লিঃ	সিসি (প্লেজ)	২৭০৮৬৩৭০০০২২১	৭০,০০,০০,০০০	নং- ১৩৭; তাং ১৬/০১/২০১৭ খ্রি.
	ব্লক	২৭০৮৬৩৭০০৬২৭৪	৪০,৭৪,৪৬,০০০	নং- ১৬১০০; তাং- ২৬/১০/২০১৪ খ্রি.

মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে সুদাসলে অনাদায়ি (টাকা)
৬	৭
৩১/০৭/২০১৭ খ্রি.	৭৭,৪৫,২৫,৭১৯
৩০/০৮/২০১৯ খ্রি.	৫০,২১,১১,২৫৫
মোট	১২৭,৬৬,৩৬,৯৭৪
কথায় : (একশত সাতাশ কোটি ছেয়টি লক্ষ ছত্রিশ হাজার নয়শত চুয়ান্নের টাকা মাত্র)।	

পরিশিষ্ট : ০৭

অনুচ্ছেদ : ০৭

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং সিসি (প্লেজ) ঋণের বিপরীতে গুদামে পাটের ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

ঋণ গ্রহীতার নাম	ঋণের প্রকৃতি	হিসাব নং	মঞ্জুরিকৃত ঋণসীমা (টাকা)	সর্বশেষ ঋণ নবায়নের/মঞ্জুরি নং ও তাং
১	২	৩	৪	৫
মেসার্স আব্দুর রাজ্জাক লিঃ	সিসি (প্লেজ)	২৭০৮৬৩৭০০০৪২৬	২০,০০,০০,০০০	নং- ৮৪৪, তাং ২৮/০৩/২০১৬ খ্রি.
	আসল ব্লক	২৭০৮৬৩৭০০৫৭১৪	২৪,০৭,০০,০০০	নং-১৬১, তাং ১২/০১/২০১৫ খ্রি.
	সুদ ব্লক	২৭০৮৬৩৭০০৫৭০৬	৩০,৩৭,০০,০০০	নং-১৬১, তাং ১২/০১/২০১৫ খ্রি.

মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে সুদাসলে অনাদায়ি (টাকা)	স্টক/ প্লেজ রেজিস্টার অনুযায়ী প্লেজকৃত মালামালের পরিমাণ ও মূল্য (টাকা)	গুদামে ঘাটতিকৃত পাটের পরিমাণ
৬	৮	৯	১০
৩১/০৭/২০১৬ খ্রি.	২৫,২৭,৪৪,২৮৫	১০৯৬৭৩ মণ মূল্য : ১৭,৪৪,৯১,০০০ ২১/০৯/২০১৫ খ্রি. মোতাবেক	০৭/০৮/২০১৯ খ্রি. তারিখে শাখার পরিদর্শন রিপোর্ট মোতাবেক প্লেজের স্টক রেজিস্টার অনুযায়ী ৩ - ৪% পাট মজুদ আছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।
৩১/০৫/২০১৯ খ্রি.	৩৭,১৮,৮০,৭১৯		
৩১/০৫/২০১৯ খ্রি.	৩১,৭১,২০,৭৬৭		
মোট	৯৪,১৭,৪৫,৭৭১		
কথায় : (চুরানবই কোটি সতেরো লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশত একাত্তর টাকা মাত্র)।			

পরিশিষ্ট : ০৮

অনুচ্ছেদ : ০৮

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

ব্লক ঋণের নীতিমালা লঙ্ঘনপূর্বক ব্লক সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

ক্রঃ নং	ঋণ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ঋণ মঞ্জুরিপত্র নং তাং	ঋণের প্রকৃতি	ঋণের উদ্দেশ্য	লিমিট(টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মেসার্স একে জুট ট্রেডিং কোং হিসাব নং : ২৭০৮৬৩৭০০০২৪৪ প্রোঃ অশোক কুমার দাস ঠিকানা : দৌলতপুর, খুলনা।	দৌকশা/সাম্ববি/একে/২০৮; তারিখ : ২৩/০৩/২০১৬ খ্রি.	সিসি (প্লেজ)	পাট ব্যবসা	৩৫,০০,০০,০০০
২	হিসাব নং : ২৭০৮৬৩৭০০৭৩৩৯	প্রকা/সাম্ববি/পাট/৮৯৭৮; তারিখ : ১০/৬/২০১৫ খ্রি.	প্লেজ (ব্লক)	পাট ব্যবসা	৩১,৯৬,৯০,০০০
৩	হিসাব নং : ২৭০৮৬৩৭০০৭৩৪৭	প্রকা/সাম্ববি/পাট/৮৯৭৮; তারিখ : ১০/৬/২০১৫ খ্রি.	সুদ (ব্লক)	পাট ব্যবসা	২৮,১২,৭০,০০০
৪	হিসাব নং : ২৭০৮৬৩৭০০৭৩৫৫	প্রকা/সাম্ববি/পাট/৮৯৭৮; তারিখ : ১০/৬/২০১৫ খ্রি.	পিসিসি (প্যাকিং ক্যাশ ক্রেডিট) (ব্লক)	পাট ব্যবসা	১৩,৭৬,৪৯,০০০
মোট					১০৮,৮৬,০৯,০০০

সুদের হার	ঋণ বিতরণের তাং	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ (টাকা)			৩১/১২/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মোট আদায় (টাকা)
৭	৮	৯	আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ	১১
১০(ক)	১০(খ)	১০(গ)	১০(ক)	১০(খ)	১০(গ)	১১
১৩%	২৩/৩/২০১৬	৩১/৭/২০১৬	০	৯৭,৭৩,৮২৭	০	৯৭,৭৩,৮২৭
১৪.৫০%	১৪/৬/২০১৫	১৩/৬/২০২২	০	৫,৩৩,১৩,৯৯৪	২৫,০০০	৫,৩৩,৩৮,৯৯৪
৯%	১৪/৬/২০১৫	১৩/৬/২০২২	০	৩১,০০০	০	৩১,০০০
১৪.৫০%	২৯/৬/২০১৫	১৩/৬/২০১৭	২,৩৮,১১,৪৫৫	৩১,০০০	০	২,৩৮,৪২,৪৫৫
মোট			২,৩৮,১১,৪৫৫	৬,৩১,৪৯,৮২১	২৫,০০০	৮,৬৯,৮৬,২৭৬

আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ (টাকা)			অনাদায়ের পরিমাণ (টাকা)
আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ	
১২(ক)	১২(খ)	১২(গ)	১৩
৩৫,০০,০০,০০০	২,০৯,৭৮,৮০৮	৯১,৩৬,৬৯৬	৩৮,০১,১৫,৫০৪
৩১,৯৬,৯০,০০০	২,৭৩,৩২,৪৫২	৬৫,০০০	৩৪,৭০,৮৭,৪৫২
২৮,১২,৭০,০০০	৩,৫৬,৯৭,০৩৫	৯০,০০০	৩১,৭০,৫৭,০৩৫
১১,৩৮,৩৭,৫৪৫	৭৫,৮৮,২৩১	৯০,০০০	১২,১৫,১৫,৭৭৬
১,০৬,৪৭,৯৭,৫৪৫	৯,১৫,৯৬,৫২৬	৯৩,৮১,৬৯৬	১১৬,৫৭,৭৫,৭৬৭
কথায় : (একশত ষোল কোটি সাতাত্ত লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাতশত সাতষটি টাকা মাত্র)।			

জামানত বিবরণ	মন্তব্য
১৪	১৫
১। এফডিআর সুদসহ= ৯,৬০,৮৭,০০০ টাকা ২। জমি ৪২৩.৭৩ শতক	সিসি(প্লেজ) ঋণ হিসাবে ০৪/১১/২০২০ খ্রি. তারিখের স্থিতি এবং ব্লক হিসাবে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত অনাদায়ী হিসাবে স্থিতি ধরা হয়েছে।

পরিশিষ্ট : ০৯

অনুচ্ছেদ : ০৯

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং সিসি (প্লেজ) ঋণ গুদামের মজুদকৃত পাটের ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

ঋণ গ্রহীতার নাম	ঋণের প্রকৃতি	হিসাব নং	মঞ্জুরিকৃত ঋণ সীমা (টাকা)	সর্বশেষ ঋণ নবায়নের/ মঞ্জুরি নং ও তাং	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
মেসার্স এফ আর জুট মিলস লিঃ	সিসি	২৭১৫১৩৭০০৩২৮৯	৭০,০০,০০,০০০	নং-৩৭১, তাং ১১/০৬/২০১৮ খ্রি.	৩১/০৮/২০১৮ খ্রি.
	(প্লেজ) সুদ ব্রক	২৭১৫১৩৭০০৪৮৫৭	৭,০৫,০০,০০০	নং-৭৩, তাং ১৯/০৪/২০১৫ খ্রি.	১৮/০৪/২০২৩ খ্রি.

৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে সুদাসলে অনাদায়ি (টাকা)	গুদামে ঘাটিকৃত পাটের পারমাণ
৭	৮
৬৩,৪২,৯৫,০৫৭	শাখার ০৬/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখের গুদাম পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় উক্ত তারিখে তোষা- ৪৬১৩৮ বোঝা =২৩০৬৯০০ কেজি (প্রতি বোঝা ৫০ কেজি হিসাবে) ও টি টোয়াইন-৯৩ মেট্রিক টন =৯৩০০কেজি (১ মেট্রিক টন=১০০ কেজি হিসাবে) পাট ঘাটতি ছিল, যার মূল্য ১১,৪৫,৩৫,০০০ টাকা।
৭,৭০,১২,০৩৮	
মোট=৭১,১৩,০৭,০৯৫	
কথায় : (একাত্তর কোটি তেরো লক্ষ সাত হাজার পঁচানব্বই টাকা মাত্র)।	

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

মূল দলিলপত্র ব্যতিরেকে সিসি (প্লেজ) ও ব্লক ঋণ মঞ্জুরি প্রদান এবং সিসি (প্লেজ) ঋণের বিপরীতে গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায়
 ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

ঋণ গ্রহীতার নাম	ঋণের প্রকৃতি	হিসাব নং	মঞ্জুরিকৃত ঋণ সীমা (টাকা)	সর্বশেষ ঋণ নবায়নের/ মঞ্জুরির নং ও তাং	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
মেসার্স সোনালী জুট মিলস লিঃ	সিসি (প্লেজ)	২৭১৫১৩৭০০২৩১৬	৫০,০০,০০,০০০	নং-১৪৩২, তাং-৩০/১২/২০১৩ খ্রি.	৩১/০৮/২০১৪ খ্রি.
	প্রথম সুদ ব্লক	২৭১৫১৩৭০০৩৫৭৮	৯,৯৯,০০,০০০	নং-৮৯৭, তাং- ১২/০৮/২০১৩ খ্রি.	৩১/০৮/২০১৪ খ্রি.
	দ্বিতীয় সুদ ব্লক	২৭১৫১৩৭০০৩৯২৫	৮,৪৯,৩০,০০০	নাই	-
	তৃতীয় সুদ ব্লক	২৭১৫১৩৭০০৩৯১৭	৩,৭৬,০০,০০০	নং-১৪৩২, তাং-৩০/১২/২০১৩ খ্রি.	২৮/০২/২০১৫ খ্রি.

৩১/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে সুদাসলে অনাদায়ি (টাকা)	স্টক/ প্লেজ রেজিস্টার অনুযায়ী প্লেজকৃত মালামালের পরিমাণ ও মূল্য (টাকা) ও তাং	গুদামে ঘাটিকৃত পাটের পরিমাণ
৭	৮	৯
৭২,২১,৭৮,৭৭৬	২২৩৬৬৫ বেল মূল্য=৬০,৭০,৪৮,৫০০ ১৬/০১/২০১৪ খ্রি. মোতাবেক	১৭/১০/২০১৬ খ্রি. মোতাবেক পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্লেজ গুদামে কোন পাট নাই।
৯,৮৯,৪৮,৪৩৭		
১২,৭৮,৯৮,৩২৩		
৫,৬২,৯৭,৪১৬		
মোট=১০০,৫৩,২২,৯৫২		
কথায় (একশ কোটি তিনপান্ন লক্ষ বাইশ হাজার নয়শত বায়ান্ন টাকা মাত্র)।		

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

সিসি (প্লেজ) ও ব্লক ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে থাকা সিসি (প্লেজ) গুদামে মজুদকৃত পাটের ঘাটতি
 হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

ঋণ গ্রহীতার নাম	ঋণের প্রকৃতি	হিসাব নং	মঞ্জুরিকৃত ঋণ সীমা (টাকা)	সর্বশেষ ঋণ নবায়নের/ মঞ্জুরির নং ও তাং	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
মেসার্স মোল্লা জুট ট্রেডিং	সিসি (প্লেজ)	২৭১৫১৩৭০০০৬২৫	১২,০০,০০,০০০	নং-৯৯৯, তা-১৩/০৪/২০১৬ খ্রি.	৩১/০৭/২০১৬ খ্রি.
	৫ বছরের সুদ ব্লক	২৭১৫১৩৭০০০৪৫১৯	৬,৬৩,৩৬,০০০	নং-১৬২৬৬, তা-২৬/১০/২০১৪ খ্রি.	৩০/০৮/২০১৬ খ্রি.
	অসমত্তি সুদ ব্লক	২৭১৫১৩৭০০৫১৮৬	৪৭,৫৪,০০০	মঞ্জুরিপত্র নাই	

৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে সুদাসলে অনাদায়ি (টাকা)	স্টক/ প্লেজ রেজিস্টার অনুযায়ী প্লেজকৃত মালামালের পরিমাণ ও মূল্য (টাকা)	শাখায় রক্ষিত প্লেজ গুদামের মজুদকৃত পাট বিক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ, পরিমাণ ও মূল্য (টাকা)	গুদামে ঘাটতিকৃত পাটের পরিমাণ
৭	৮	৯	১০
৯,৯৪,৪৮,২৬৯	৮১১৯২ মণ মূল্য= ১৩,৭৪,১১,৬৫০ ০৯/১০/২০১৬ খ্রি. মোতাবেক	০৬/০২/২০২০ খ্রি. ২৫৭১ মণ মূল্য= ৮,৮৫,৫০০	৮১১৯২ মণ (-)২৫৭১ মণ বিক্রয় ৭৮৬২১ মণ
৮,৫৪,৭২,৬৭৩			
৪০,৩৮,১৪০			
মোট= ১৮,৮৯,৫৯,০৮২			
কথায় : (আঠারো কোটি ঊননব্বই লক্ষ ঊনষাট হাজার বিরাশি টাকা মাত্র)।			

পরিশিষ্ট : ১২

অনুচ্ছেদ : ১২

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

সিসি (প্লেজ) ঋণ নবায়ন মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলি লঙ্ঘন এবং গুদামে পাট ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

ক্রঃ নং	ঋণ গ্রহীতার নাম ও হিসাব নং	ঋণ মঞ্জুরিপত্র নং তাং	ঋণের প্রকৃতি	ঋণের উদ্দেশ্য	লিমিট (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মেসার্স জুয়েল জুট লিঃ হিসাব নং : ২৭১৫১৩৭০০০৩১১	নং-প্রকা/সাববি/পাট/ জুয়েল/১২৬৪৪ ; তারিখ : ১১/১০/২০১৫ খ্রি.	সিসি (প্লেজ)	পাট ব্যবসা	২৮,০০,০০,০০০
২	প্রোঃ মোঃ জাহিদুল ইসলাম হিসাব নং: ২৭১৫১৩৭০০৪৪৮৫	নং-প্রকা/সাববি/পাট/ জুয়েল/১৬১৪০; তারিখ : ২৩/১০/২০১৪ খ্রি.	৫ বছরের ব্লক (বকেয়া সুদ হিসাব)	পাট ব্যবসা	১৬,৮৯,১৪,০০০
মোট					৪৪,৮৯,১৪,০০০

সুদের হার	ঋণ বিতরণের তাং	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ (টাকা)			৩০/০৬/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মোট আদায় (টাকা)
			আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ	
৭	৮	৯	১০(ক)	১০(খ)	১১(গ)	১২
১৪%	১১/১০/২০১৫ খ্রি.	৩১/৭/২০১৬ খ্রি.	০	১৪,৩,৫০,০০০	০	১৪,৩,৫০,০০০
৯%	২৩/১০/২০১৪ খ্রি.	৩১/৮/২০১৯ খ্রি.	০	০	০	০
মোট			০	১৪,৩,৫০,০০০	০	১৪,৩,৫০,০০০

অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ (টাকা)			৩০/০৬/২০২০খ্রি. পর্যন্ত মোট অনাদায়ি (টাকা)
আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ	
১৩(ক)	১৩(খ)	১৩(গ)	১৪
২৫,০০,০০,৯৬৬	১,৩০,৮৩,৪৫৩	১৩,৯৫,৮৫২	২৬,৪৪,৮০,২৭১
১৬,৮৯,১৪,০০০	৪,৫২,৯৬,৯৮৩	৫০,০০০	২১,৪২,৬০,৯৮৩
৪১,৮৯,১৪,৯৬৬	৫,৮৩,৮০,৪৩৬	১৪,৪৫,৮৫২	৪৭,৮৭,৪১,২৫৪
কথায় : (সাতচল্লিশ কোটি সাতাশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুইশত চুয়ান্ন টাকা মাত্র)।			

জামানত	মন্তব্য
১৫	১৬
১। ৪,২০,৪৯,০০০ টাকার এফডি আর। ২। ৪.২০+৭.৩২=১১.৫২ একর জমি।	নিলামের মাধ্যমে ১২৮০০ মণ পাট বিক্রয় করতে পেরেছে। অবশিষ্ট ৭৯৪৪৯ মণ পাট ঘাটতি আছে।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
খুলনা কর্পোরেট শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

ক্রঃ নং	ঋণ গ্রহীতার নাম ও হিসাব নং	ঋণ মঞ্জুরিপত্র নং তাং	ঋণের প্রকৃতি	ঋণের উদ্দেশ্য	লিমিট (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মেসার্স এসএন্ডএস জুট ট্রেডিং। হিসাব নং : ২৭১৫১৩৭০০১৫২৪ প্রোঃ শেখর কুমার সাহা	নং-প্রকা/সাববি/পাট/ এসএন্ডএস /১৪২৯৭; তারিখ : ১৫/১২/২০১৫	সিসি (প্লেজ)	পাট ব্যবসা	১১,০০,০০,০০০
২	হিসাব নং : ২৭১৫১৩৭০০৪৫৪৩	নং-প্রকা/সাববি/পাট/ এসএন্ডএস /১৮৬৪৭; তারিখ : ০৪/১২/২০১৪	৫ বছরের ব্লক(বকেয়া সুদ হিসাব)	পাট ব্যবসা	৩,৮৬,৫৫,০০০
৩	হিসাব নং : ২৭১৫১৩৭০০৫১৩৭	মঞ্জুরিপত্র নাই	অসম্মনিত সুদ ব্লক	পাট ব্যবসা	৮৯,৭৩,০০০
				মোট	১৫,৭৬,২৮,০০০

	ঋণ বিতরণের তাং	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ (টাকা)			৩০/০৬/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মোট আদায় (টাকা)
			আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ	
৭	৮	৯	১০(ক)	১০(খ)	১১(গ)	১২
১৪%	১৫/১২/২০১৫ খ্রি.	৩১/৭/২০১৬ খ্রি.	০	১৬,৬০,০০০	০	১৬,৬০,০০০
৯%	০৪/১২/২০১৪ খ্রি.	৩১/৮/২০১৯ খ্রি.	০	০	০	০
৯%	১৫/১২/২০১৫ খ্রি.	৩১/৭/২০১৬ খ্রি.	০	০	০	০
মোট			০	১৬,৬০,০০০	০	১৬,৬০,০০০

অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ (টাকা)			৩০/০৬/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মোট অনাদায়ি (টাকা)
আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ	
১৩(ক)	১৩(খ)	১৩(গ)	১৪
১১,০০,০০,০০০	১,৩৯,৮৫,৩২৫	১১,৪৩,৮৬৬	১২,৫১,২৯,১৯১
৩,৮৬,৫৫,০০০	১,০৮,১২,১৩০	২৪,০০০	৪,৯৪,৯১,১৩০
২৬,৪১,৭৬৭	১,৯৫,০২৬	৫,০০০	২৮,৪১,৭৯৩
১৫,১২,৯৬,৭৬৭	২,৪৯,৯২,৪৮১	১১,৭২,৮৬৬	১৭,৭৪,৬২,১১৪
কথায় : (সতের কোটি চুয়াত্তর লক্ষ বাষট্টি হাজার একশত চৌদ্দ টাকা মাত্র)।			

জামানত(টাকা)	মন্তব্য
১৫	১৬
১,৩৫,৬৩,০০০ টাকার এফডিআর।	নিলামের মাধ্যমে ১৪০৩ মণ পাট বিক্রয় করতে পেরেছে। অবশিষ্ট ৭৯৪৪৯ মণ পাট ঘাটতি আছে।

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর: ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

মঞ্জুরির শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ বিতরণ এবং প্লেজকৃত গুদামে পাটের ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

ঋণ গ্রহীতার নাম	ঋণের প্রকৃতি	ঋণ হিসাব নং	মঞ্জুরিকৃত ঋণ সীমা (টাকা)	সর্বশেষ ঋণ নবায়নের/ মঞ্জুরির নং ও তাং	মেয়াদোত্তীর্ণের তাং
১	২	৩	৪	৫	৬
মেসার্স আলম ফাইবার্স;	সিসি (প্লেজ)	২৮১৬০৪৯০০০০৫১	২০,৩০,০০০০০	নং-১১২৮, তাং ২৯/০৮/২০১৯ খ্রি.	৩০/০৬/২০২০ খ্রি.
প্রোঃ জনাব মোঃ ফিরোজ আলম	সুদ ব্লক	২৮১৬০৪৯০০০০২১৯	৯,৫০,০০০০০	নং-৩৬০, তাং ১৪/১২/২০১৪ খ্রি.	১৪/১২/২০২০ খ্রি.

অনাদায়ি আসল (টাকা)	অনাদায়ি সুদ (টাকা)	অনাদায়ি অন্যান্য চার্জ (টাকা)	৩১/১২/২০২০ খ্রি. এ অনাদায়ি (টাকা)
৬	৭	৮	৯
১৮,০১,৫৩,৪৯০	৩৯,৯০,৫১০	২,৩৬,৬৯৪	১৮,৪৩,৮০,৬৯৪
৮,৯৯,১২,৮৩২	৪৩,৫২,২৪৭	০	৯,৪২,৬৫,০৭৯
		মোট	২৭,৮৬,৪৫,৭৭৩
কথায় : (সাতাশ কোটি ছিয়াশি লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতাশত তিয়ান্তর টাকা মাত্র)।			

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

মেসার্স আলম ফাইবাস এর গুদামে পাট ঘাটতির বিবরণী

ক্রমিক নং	গুদাম নং	ব্যাংক রেজিস্টার অনুযায়ী মজুদের পরিমাণ (মণ)	প্রতি মণের মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)	সরেজমিন প্রাপ্ত পাটের পরিমাণ (স্টক কার্ড অনুযায়ী) (মণ)	প্রতি মণের মূল্য	মোট মূল্য (টাকা)	ঘাটতীকৃত পাটের পরিমাণ (মণ)	ঘাটতীকৃত পাটের মূল্য (টাকা)
১	২	৩	৪	(৩×৪)=৫	৬	৭	(৬×৭)=৮	(৩-৬)=৯	(৫-৮)=১০
০১	০১	১৬১৯৪.৫	১৭০০	২৭৫৩০৬৫০	৩৩১৯০	১৭০০	৫৬৪২৩০০০	বেশি আছে (১৬৯৯৫.৫)	বেশি আছে ২৮৮৯২৩৫০
০২	০২	৫১০৯৩	১৭০০	৮৬৮৫৮১০০	২৯৬০	১৭০০	৫০৩২০০০	৪৮১৩৩	৮১৮২৬১০০
০৩	০৪	১৬১৬৬.৫	১৭০০	২৭৪৮৩০৫০	০	১৭০০	০	১৬১৬৬.৫	২৭৪৮৩০৫০
০৪	১/এ	০	০	০	০	০	০	০	০
০৫	৫	৫১০৮৯.৫	১৭০০	৮৬৮৫২১৫০	২১৭২৫	১৭০০	৩৬৯৩২৫০০	২৯৩৬৪.৫	৪৯৯১৯৬৫০
০৬	০৬	০	০	০	০	০	০	০	০
	মোট	১৩৪৫৪৩.৫	১৭০০	২২৮৭২৩৯৫০	৫৭৮৭৫	১৭০০	৯৮৩৮৭৫০০	৭৬৬৬৮.৫	১৩০৩৩৬৪৫০

পরিশিষ্ট : ১৫

অনুচ্ছেদ : ১৫

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

নীতিমালা লঙ্ঘন পূর্বক ঋণ ব্লককরণ ও সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়ন এর মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুরি এবং প্লেজকৃত গুদামে পাট
ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

ঋণ গ্রহীতার নাম	ঋণের প্রকৃতি	মঞ্জুরিকৃত ঋণসীমা (টাকা)	সর্বশেষ ঋণ নবায়নের/মঞ্জুরির নং, তাং এবং হিসাব নং	আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ(টাকা)	৩১/১২/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত অনাদায়ি (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
মেসার্স মন্ডল এ্যান্ড কোং; প্রোঃ জনাব তহিদুল ইসলাম মন্ডল	ব্লক ঋণ	১৫৬,০৫,০০,০০০	নং-১২৩৬, তাং ২৯/১০/১৭ খ্রি. হিসাব : ২৮১৬০৪৯০০০৩০৬	৭,৪৩,২৭,৯২৩	২১৩,৫২,৬৭,৭৫৭

সহায়ক জামানতের বিবরণী			সহায়ক জামানতের অতিরিক্ত মূল্যায়ন (টাকা)	মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষের নাম
৭			৮	৯
জমির পরিমাণ ১৪.৬৫৬৮ একর	মূল্যায়ন করা হয়েছে ৫৫,০০,০০,০০০ টাকা	মৌজা রেট অনুযায়ী জমির প্রকৃত মূল্য ৩,৩৩,৩০,৩৯৭ টাকা	৫১,৬৬,৬৯,৬০৩	সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক
কথায় : (দুইশত তেরো কোটি বায়ান্ন লক্ষ সাতষটি হাজার সাতশত সাতান্ন টাকা মাত্র)।				

পরিশিষ্ট : ১৫.১

অনুচ্ছেদ : ১৫

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

মেসার্স মন্ডল এ্যান্ড কোং এর গুদামে পাট ঘাটতির বিবরণী

ক্রঃ নং	গুদাম নং	ব্যাংক রেজিস্টার অনুযায়ী মজুদের পরিমাণ (মণ)	প্রতি মণের মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)	সরেজমিন প্রাপ্ত পাটের পরিমাণ (মণ)	প্রতি মণের মূল্য	মোট মূল্য (টাকা)	ঘাটতীকৃত পাটের পরিমাণ (মণ)	ঘাটতীকৃত পাটের মূল্য (টাকা)
১	২	৩	৪	(৩×৪)=৫	৬	৭	(৬×৭)=৮	(৩-৬)=৯	(৫-৮)=১০
০১	০১	৪০৮৭৬.৫	১৮০০	৭৩৫৭৭৭০০	৩৫০০০	১৮০০	৬৩০০০০০০	৫৮৭৬.৫	১০৫৭৭৭০০
০২	০২/বি	৭০৫৫৬.৫	১৮০০	১২৭০০১৭০০	২৫০০০	১৮০০	৪৫০০০০০০	৪৫৫৫৬.৫	৮২০০১৭০০
০৩	৩/বি	১৩৪৫৬১	১৮০০	২৪২২০৯৮০০	১৫০০০	১৮০০	২৭০০০০০০	১১৯৫৬১	২১৫২০৯৮০০
০৪	৪/এ	১১৫৯৫.৫	১৮০০	২০৮৭১৯০০	০	০	০	১১৫৯৫.৫	২০৮৭১৯০০
০৫	৫	৫২২৯০	১৮০০	৯৪১২২০০০	১৫০০০	১৮০০	২৭০০০০০০	৩৭২৯০	৬৭১২২০০০
০৬	৪/বি	১২৫৯৬.৫	১৮০০	২২৬৭৩৭০০	০	০	০	১২৫৯৬.৫	২২৬৭৩৭০০
০৭	২/এ	৬৪০৬০.৫	১৮০০	১১৫৩০৮৯০০	০	০	০	৬৪০৬০.৫	১১৫৩০৮৯০০
	মোট	৩৮৬৫৩৬.৫	১৮০০	৬৯৫৭৬৫৭০০	৯০০০০	১৮০০	১৬২০০০০০০	২৯৬৫৩৬.৫	৫৩৩৭৬৫৭০০

পরিশিষ্ট : ১৬

অনুচ্ছেদ : ১৬

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

ব্লক ঋণের অর্থ নগদ উত্তোলন, ক্লিন সিআইবি রিপোর্ট না থাকা এবং গুদামে পাট ঘাটতি হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

ক্রঃ নং	ঋণ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ঋণ মঞ্জুরিপত্র নং ও তাং	ঋণের প্রকৃতি	ঋণের উদ্দেশ্য	লিমিট (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মেসার্স ঢাকা ট্রেডিং হাউজ লিমিটেড হিসাব নং : ২৮১৬০৪৯০০০০৭১ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ টিপু সুলতান ঠিকানা : রেলীগেট, দৌলতপুর, খুলনা	প্রকা/শিঋবি/২০১৯/১২৭৩; তারিখ : ৩০/০৯/২০১৯	সিসি (প্লেজ)	পাট ব্যবসা	৩৫,০০,০০,০০০
২	হিসাব নং : ২৮১৬০৪৯০০০০৩০৭	প্রকা/শিঋবি/২০১৭/১২২১; তারিখ : ২৫/১০/২০১৭	(ব্লক) ১০ বছরের সুদবাহী	পাট ব্যবসা	১৬৫,২৯,০০,০০০
মোট					২০০,২৯,০০,০০০

সুদের হার	সর্বশেষ ঋণ বিতরণের তাং	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ(টাকা)			১৭/০৩/২০১৭ খ্রি. হতে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মোট আদায় (টাকা)
৭	৮	৯	আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ	১১
১০(ক)	১০(খ)	১০(গ)	১১	১২	১৩	১৪
১১%	০৭/০৭/২০১৯	৩০/০৬/২০২০ খ্রি.	২০০,২৮,৩৩,৮৩১	১৫,৫৯,২২,৩৮১	২২,১২,১২৬	২১৬,০৯,৬৮,৩৩৮
৯%	২৩/১১/২০১৭ খ্রি.	২৪/১১/২০২৭ খ্রি.	০	৪,৬০,১৫,০৫৪	৭৫,০০০	৪,৬০,৯০,০৫৪
মোট			২০০,২৮,৩৩,৮৩১	২০,১৯,৩৭,৪৩৫	২২,৮৭,১২৬	২২০,৭০,৫৮,৩৯২

৩১/১২/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ(টাকা)			৩১/১২/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মোট অনাদায় (টাকা)	জামানত ও মূল্যায়ন
আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ	১৩	১৪
১২(ক)	১২(খ)	১২(গ)	১৩	১৪
৩৪,৯৮,১০,৮২৪	২,৯২,৮১,২৩৮	২,৭১,০৮৫	৩৭,৯৩,৬৩,১৪৭	প্রাথমিক জামানত: প্লেজকৃত পাট, সহায়ক জামানত: এফডিআর=৩.৫০ কোটি টাকা।
১৭৬,৬৯,৮৪,৫০৪	৫২,৩৬,৮১,৩৩৭	৪০,০০০	২২৯,০৭,০৫,৮৪১	ব্যাংক কর্তৃক মূল্যায়িত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক ৪৩.২৭ একর ভূমি ও ২টি ফ্ল্যাট।
২১১,৬৭,৯৫,৩২৮	৫৫,২৯,৬২,৫৭৫	৩,১১,০৮৫	২৬৭,০০,৬৮,৯৮৮	
কথায় : (দুইশত সাতষট্টি কোটি আটষট্টি হাজার নয়শত আটশি টাকা মাত্র)।				

পরিশিষ্ট : ১৬.১

অনুচ্ছেদ : ১৬

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত
মেসার্স ঢাকা ট্রেডিং হাউজ এর গুদামে পাট ঘাটতির বিবরণী

ক্রমিক নং	গুদাম নং	ব্যাংক রেজিস্টার অনুযায়ী মজুদের পরিমাণ (মণ)	প্রতি মণের মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)	সরেজমিন প্রাপ্ত পাটের পরিমাণ (মণ)	প্রতি মণের মূল্য	মোট মূল্য (টাকা)	ঘাটতীকৃত পাটের পরিমাণ (মণ)	ঘাটতীকৃত পাটের মূল্য (টাকা)
১	২	৩	৪	(৩×৪)=৫	৬	৭	(৬×৭)=৮	(৩-৬)=৯	(৫-৮)=১০
০১	০১	৩৪০৪৮	১৮০০	৬১২৮৬৪০০	০	০	০	৩৪০৪৮	৬১২৮৬৪০০
০২	০২	৩৪৭৩৭	১৮০০	৬২৫২৬৬০০	০	০	০	৩৪৭৩৭	৬২৫২৬৬০০
০৩	০৩	৩১৫৭০	১৮০০	৫৬৮২৬০০০	০	০	০	৩১৫৭০	৫৬৮২৬০০০
০৪	০৪	৪০২৯৫	১৮০০	৭২৫৩১০০০	০	০	০	৪০২৯৫	৭২৫৩১০০০
০৫	১৫	৩০৯৫৪	১৮০০	৫৫৭১৭২০০	০	০	০	৩০৯৫৪	৫৫৭১৭২০০
০৬	১৬	৮৬০১২	১৮০০	১৫৪৮২১৬০০	৬৭০০০	১৮০০	১২০৬০০০০০	১৯০১২	৩৪২২১৬০০
মোট		২৫৭৬১৬	১৮০০	৪৬৩৭০৮৮০০	৬৭০০০	১৮০০	১২০৬০০০০০	১৯০৬১৬	৩৪৩১০৮৮০০

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক ঋণ ব্লককরণ, সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়নের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুরি ও সিসি (প্লেজ) গুদামে পাটের ঘাটতি থাকায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

ঋণ গ্রহীতার নাম	ঋণের প্রকৃতি	মঞ্জুরিকৃত ঋণ সীমা (টাকা)	সর্বশেষ ঋণ নবায়নের/মঞ্জুরি নং তাং ও হিসাব নং	আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ(টাকা)	৩১/১২/২০২০ খ্রি. মোতাবেক অনাদায়ি (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
মেসার্স উত্তরা পাট সংস্থা, মালিক জনাব মোঃ রবিউল আহসান	ব্লক	২৩৩,৮১,০০,০০০	নং-১২০২, তাং-২২/১০/১৭ খ্রি. হিসাব নং : ২৮১৬০৪৯০০০৩০৫	১০,২৮,৭৭,৩৪৯	৩২০,১১,৩০,৩৬৭

সহায়ক জামানতের বিবরণী			সহায়ক জামানতের অতিরিক্ত মূল্যায়ন (টাকা)	মূল্যায়নকারী কর্তৃপক্ষের নাম
৭			৮	৯
জমির পরিমাণ	মূল্যায়ন করা হয়েছে (টাকা)	মৌজা রেট অনুযায়ী মূল্য (টাকা)	(৯৭,০০,০০,০০০ -৩,১৯,২৬,৫৬৫) = ৯৩,৮০,৭৩,৪৩৫	জনাব মোঃ মাহমুদুল ইসলাম (এজিএম) ও জনাব মোস্তফা সাইফুল আলম (এসপিও)
২১.৬৬২৯ একর	৯৭,০০,০০,০০০	৩,১৯,২৬,৫৬৫		
কথায়: (তিনশত বিশ কোটি এগার লক্ষ ত্রিশ হাজার তিনশত সাতষট্টি টাকা মাত্র) ।				

পরিশিষ্ট : ১৭.১

অনুচ্ছেদ : ১৭

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

মেসার্স উত্তরা পাট সংস্থা এর গুদামে পাট ঘাটতির বিবরণী

ক্রমিক নং	গুদাম নং	ব্যাংক রেজিস্টার অনুযায়ী মজুদের পরিমাণ (মণ)	প্রতি মণের মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)	সরেজমিন প্রাপ্ত পাটের পরিমাণ (মণ)	প্রতি মণের মূল্য	মোট মূল্য (টাকা)	ঘাটতিকৃত পাটের পরিমাণ (মণ)	ঘাটতিকৃত পাটের মূল্য (টাকা)
১	২	৩	৪	(৩×৪)=৫	৬	৭	(৬×৭)=৮	(৩-৬)=৯	(৫-৮)=১০
০১	০১	১০৪০৪১	১৭০০	১৭৬৮৬৯৭০০	৩৫০০০	১৭০০	৫৯৫০০০০০	৬৯০৪১	১১৭৩৬৯৭০০
০২	০২	১০৮৩২৫	১৭০০	১৮৪১৫২৫০০	৪৫০০০	১৭০০	৭৬৫০০০০০	৬৩৩২৫	১০৭৬৫২৫০০
০৩	০৩	১১৯৬৩	১৭০০	২০৩৩৭১০০	১০০০	১৭০০	১৭০০০০০	১০৯৬৩	১৮৬৩৭১০০
০৪	০৪	১৬৫৩৭.৫	১৭০০	২৮১১৩৭৫০	১৬৬৬৫	১৭০০	২৮৩৩০৫০০	বেশি আছে ১২৭.৫	বেশি আছে ২১৬৭৫০
০৫	৭/এ, ৭/বি	১৪৫৫৫১	১৭০০	২৪৭৪৩৬৭০০	১৬৬৬০	১৭০০	২৮৩২২০০০	১২৮৮৯১	২১৯১১৪৭০০
০৬	৮/এ	১১৭৯১.৫	১৭০০	২০০৪৫৫৫০	১০০০৩	১৭০০	১৭০০৫১০০	১৭৮৮.৫	৩০৪০৪৫০
০৭	০৯	৯৩০৯৬.৫	১৭০০	১৫৮২৬৪০৫০	৪৫২১০	১৭০০	৭৬৮৫৭০০০	৪৭৮৮৬.৫	৮১৪০৭০৫০
০৮	৮/বি	৯৩৩৮	১৭০০	১৫৮৭৪৬০০	০		০	৯৩৩৮	১৫৮৭৪৬০০
০৯	৬	৬৩৭৯৮	১৭০০	১৬৭৯৫৬৬০০	০		০	৯৮৭৯৮	১৬৭৯৫৬৬০০
	মোট	৫৬৪৪৪১.৫	১৭০০	৯৫৯৫৫০৫৫০	১৬৯৫৩৮	১৭০০	২৮৮২১৪৬০০	৩৯৪৯০৩.৫	৬৭১৩৩৫৯৫০

পরিশিষ্ট : ১৮

অনুচ্ছেদ : ১৮

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

সিসি (প্লেজ) ঋণ নবায়নের শর্ত লঙ্ঘন এবং গুদামে পাটের ঘাটতি থাকায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

ক্রঃ নং	ঋণ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ঋণ মঞ্জুরিপত্র নং ও তাং	ঋণের প্রকৃতি	ঋণের উদ্দেশ্য	লিমিট (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মেসার্স সনি জুট হিসাব নং : ২৮১৬০৪৯০০০০৪৩ প্রোঃ শেখ সৈয়দ আলী বিসিসি সলিউশনস লিমিটেড, খুলনা	প্রকা/শিখবি/২০১৯/১০৮৪; তারিখ : ১৯/০৮/২০১৯	সিসি (প্লেজ)	পাট ব্যবসা	১০,৮৭,০০,০০০
২	হিসাব নং: ২৮১৬০৪৯০০০৩০৪	প্রকা/শিখবি/২০১৭/১১৪৯; তারিখ : ২৮/০৯/২০১৭	(ব্লক) ১০ বছরের সুদবাহী	পাট ব্যবসা	৩১,৯১,০০,০০০
মোট					৪২,৭৮,০০,০০০

সুদের হার	সর্বশেষ ঋণ বিতরণের তাং	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ (টাকা)			১৭/০৩/২০১৭ খ্রি. হতে ৩১/১২/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মোট আদায়(টাকা)
			আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ	
৭	৮	৯	১০(ক)	১০(খ)	১০(গ)	১১
১১%	১৯/০৮/২০১৯	৩০/০৬/২০২০	১৯৯৮০১৫৪৭	৪১৫৯৪১০৩	১৪৯১০০	২৪১৫৪৪৭৫০
৯%	২১/১১/২০১৭	২১/০৯/২০২৭	০	৬৬৩৯৫৩৪	৭৫০০০	৬৭১৪৫৩৪
মোট			১৯৯৮০১৫৪৭	৪৮২৩৩৬৩৭	২২৪১০০	২৪,৮২,৫৯,২৮৪

৩১/১২/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ (টাকা)			৩১/১২/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মোট অনাদায়ি (টাকা)	জামানত ও মূল্যায়ন
আসল	সুদ	অন্যান্য চার্জ		
১২(ক)	১২(খ)	১২(গ)	১৩	১৪
১০৮৬৮৯২৯৯	৯২৭১২০৯	২২৯৫২৫০	১২,০২,৫৫,৭৫৮	প্রাথমিক জামানত: প্লেজকৃত পাট, সহায়ক জামানত: এফডিআর = ৬৬.৪৫ লক্ষ টাকা।
৩১৯১৯৪৪৮৬	৯৬৬৪৭৬৪৮	৪০০০০	৪১,৫৮,৮২,১৩৪	ব্যাংক কর্তৃক মূল্যায়িত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক ০.৪৩৫ একর ভূমি
৪২,৭৮,৮৩,৭৮৫	১০,৫৯,১৮,৮৫৭	২৩,৩৫,২৫০	৫৩,৬১,৩৭,৮৯২	
কথায় : (তিশ্রান্ন কোটি একষট্টি লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার আটশত বিরানব্বই টাকা মাত্র)।				

পরিশিষ্ট : ১৮.১

অনুচ্ছেদ : ১৮

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড
দৌলতপুর কর্পোরেট শাখা, খুলনা
নিরীক্ষা বছর : ২০১৫ হতে ২০২০ পঞ্জিকা বছর পর্যন্ত

মেসার্স সনি জুট এর গুদামে পাট ঘাটতির বিবরণী

ক্রমিক নং	গুদাম নং	ব্যাংক রেজিস্টার অনুযায়ী মজুদের পরিমাণ (মণ)	প্রতি মণের মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)	সরেজমিন প্রাপ্ত পাটের পরিমাণ (মণ)	প্রতি মণের মূল্য	মোট মূল্য (টাকা)	ঘাটতিকৃত পাটের পরিমাণ (মণ)	ঘাটতিকৃত পাটের মূল্য (টাকা)
১	২	৩	৪	(৩×৪)=৫	৬	৭	(৬×৭)=৮	(৩-৬)=৯	(৫-৮)=১০
০১	০১	৪৪১০	১৮০০	৭৯৩৮০০০	৪২৫০	১৮০০	৭৬৫০০০০	১৬০	২৮৮০০০
০২	০২	২১০২১	১৮০০	৩৭৮৩৭৮০০	০	০	০	২১০২১	৩৭৮৩৭৮০০
০৩	০৩	৪১৩৭	১৮০০	৭৪৪৬৬০০	৭৭০০	১৮০০	১৩৮৬০০০০	বেশি আছে ৩৫৬৩	বেশি আছে ৬৪১৩৪০০
০৪	০৪	১৮৪২৭	১৮০০	৩৩১৬৮৬০০	৯০০	১৮০০	১৬২০০০০	১৭৫২৭	৩১৫৪৮৬০০
০৫	০৫	২৮৮৮৬	১৮০০	৫১৯৯৪৮০০	১৮৪০০	১৮০০	৩৩১২০০০০	১০৪৮৬	১৮৮৭৪৮০০
	মোট	৭৬৮৮১	১৮০০	১৩৮৩৮৫৮০০	৩১২৫০	১৮০০	৫৬২৫০০০০	৪৫৬৩১	৮২১৩৫৮০০

তারিখ: ১১.১১.১৪১২ বঙ্গাব্দ
১৬.৫.১০১২ খ্রিষ্টাব্দ



মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।